দুই কিশোরের
কান্ড
ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

দুই কিশোরের কাণ্ড

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল
পি. এইচ. ডি., এম. এস-সি., ডি-ফিল, আই. পি. এস.

জ্ঞান পীঠ
১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভাবান কিশোর

অমিতাভ মুখার্জি

কে

স্নেহের সহিত

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

ভূমিকা

পূর্ব ভারতের লোকেরা পূর্বকালে পতুগীজ জল-দস্যুদের হার্মাদ বলতেন। স্প্যানিস আর্মাডা হতে এই জাতিবাচক হার্মাদ বাক্যটি সৃষ্ট। প্রাক ব্রিটিশকালে এদের অত্যাচারে বাঙলা দেশের দক্ষিণ অংশ জনশূন্য হয়। এরা বলপূর্বক দেশীয় পরিবারের মেয়েদের বিবাহও করতেন। সুন্দরবনের নিকট কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে এদের কিছু কিছু বংশধররা আজও বাস করে।

পূর্বে এই সুন্দরবনই একটি উল্লেখ্য জনবসতি ছিল। কিন্তু উহা জনশূন্য হবার পর সুন্দরবন নামক জঙ্গলে পরিণত হয়। কারণ হার্মাদদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে জনগণ এদেশের অভ্যন্তর স্থানে সরে এসেছিল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য এদের পরাস্ত করে বশীভূত করেন। পরে এদের তিনি তাঁর সৈন্যদলে ভর্তি করেন। রাজা প্রতাপাদিত্য এদের সাহায্যে মোগলদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর এরা পুনরায় অত্যাচারী হয়। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাজাহান এদের রুখতে পারেন নি, বহু পরে মোগল সেনাপতি সায়েস্তা খান বাঙলার হিন্দু জমিদার শাসকদের সাহায্যে এদেরকে শায়েস্তা করেছিলেন।

লেখক

আর্মি ও নেভিতে চৌদ্দ বছর বয়সের বালকদের ভর্তি করে ওই বয়স থেকে তাদের দেহ ও মনকে গড়া হয়। এবার কেন্দ্রায় গভর্মেন্ট ঠিক করেছেন—কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগে ওই রীতিতে কিশোরদের ভর্তি করে তাদের শিক্ষিত করে তুলবেন। এইভাবে কিশোর বয়স থেকে গড়ে-পিটে তাদের একপ্রকার জাত গোয়েন্দা তৈরী করার জন্যই কর্তৃপক্ষের এই নতুন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা মত পশ্চিমবাংলা থেকে কিশোর বন্ধুদ্বয় অমল ও বিমল পরীক্ষা দিয়ে ওই বিভাগে গত বৎসর ভর্তি হয়েছিল। ওরা শুধু বন্ধু নয়। ওরা সেই সাথে দুজনে খুড়তুতো ও জ্যাঠতুতো ভাইও বটে। দুজনে বয়সে মাত্র দুই দিনের ছোট বড়।

ইতিহাস বলে যে, এককালে বাংলার দক্ষিণ অংশে সমুদ্রপোকুলে বিশাল জনবসতি ছিল। কিন্তু বিদেশী হার্মাদ নৌ-দস্যুদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সেখানকার বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি হতে দলে দলে লোক নিরাপত্তার জন্য প্রদেশের উপর অংশে চলে আসাতে ঐস্থানে এখন প্রখ্যাত সুন্দরবন। সেখানে মানুষের বদলে বাস করে হিংস্র ব্যাঘ্রাদি জন্তু। দস্যু হার্মাদদের দল এখানে ওখানে বঙ্গোপসাগরের ছোট ছোট দূর দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে বংশবৃদ্ধি করে ওদের কয়েকটি দল সুন্দরবনেতে আবার ফিরে এসেছে। দিল্লীর গোপন খবর এই যে তারা সেখানে তাদের পূর্বপুরুষদের পুঁতে রাখা অগাধ সম্পত্তি উদ্ধার করতে ইতিমধ্যেই আড্ডা গেড়েছে। একটি বিদেশী সূত্র হতে বিশ্বস্তভাবে এই খবর তারা পেয়েছেন। এই সংবাদটি যে সত্য তা সাম্প্রতিককালের ঘটনাগুলি হতে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। গভীর বন হতে বের হয়ে

মধ্যে মধ্যে তারা বড় গাঙ্গের এপারে এসে পূর্ব-পুরুষদের পন্থামত একইভাবে লুটপাট ও মনুষ্যহরণও শুরু করেছে। কিন্তু ওই সময় পর্যন্ত গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাদের মূল ঘাঁটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় পুলিশ এতে অপারগ হওয়াতে মিলিটারীকে এই কাজের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু শত্রুদের দেখা সাক্ষাৎ সরেজমিনে না মেলাতে তারাও এপর্যন্ত খুব বেশী সুবিধে করতে পারেনি। জঙ্গলের মধ্যে বয়স্ক লোকদের দেখলে তাদের তারা গুলি করে মেরে ফেলে। তবে কিশোর ও বালকদের তারা না মেরে ধরে নিয়ে কোনও গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখে।

'ওহে! তোমরা তো বাঙালী বালক। তাই বাংলা দেশেতে তোমাদের যেতে হবে। তোমাদের সেখানে একটা বিশেষ কাজে পাঠাবো,' কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান অমল ও বিমলকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন, 'খুব দুরূহ ও বিপজ্জনক কাজ। তবে তোমরা ওই অঞ্চলের লোক। তাই তোমাদেরই ওই কাজেতে মনোনীত করলাম। টাকা তোমাদের অবশ্য পর্যাপ্ত দেবো। কিন্তু গভীর বনেতে এর মূল্যই বা কতটুকু! একটা ছোট মোটর-লঞ্চ, খাদ্য, পানীয়, পোষাক ও রাইফেল পিস্তল আর গুলি তোমাদের দেওয়া হবে। এই লঞ্চ নিজেরা চালিয়ে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে তোমাদের সুন্দরবনের গভীরে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। করণীয় কাজ গোপন সঙ্কেতে এই কটা কাগজে লেখা আছে। ওগুলো 'ডিসাইফার' করে পড়ে বুঝে নিও। সুন্দরবনের জঙ্গলের সঙ্কীর্ণ পথ ধরে ভিতরে গিয়ে হার্মাদদের গোপন আড্ডা খুঁজে বের করবার ভার তোমাদের দুজনকে দেওয়া হলো। মিলিটারী ক্যাম্পগুলো 'মেইন ল্যাণ্ডে' আছে। প্রয়োজনে তোমাদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' তাদেরকে দেখালে ওদের অধিকর্তা কর্ণেল সিং তোমাদের সাহায্য করবে। নাউ প্রোসিড্। গুড্ লাক্। বনবিভাগ তোমাদের জন্য একটা মোটর লঞ্চ নদীর এপারে প্রস্তুত করে রেখেছে।'

ওইদিনই দুই কিশোর বন্ধু দিল্লী থেকে প্লেনে কলকা াতে এসে নামলো। তার পরদিনই সুন্দরবনের প্রথম খাঁড়ির এপারে তারা পৌঁছিয়ে তাদের মোটর লঞ্চটি বুঝে নিল। বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা দুই কিশোর বন্ধুর বয়স দেখে অবাক!

'আরে! তোমরা তো বড় বাচ্চা। ট্রেনিং শেষ না হতেই তোমরা সরেজমিনে কাজে নামলে,' বনবিভাগের প্রধান অফিসার সহানুভূতির স্বরে তাদের বললেন, 'কিন্তু দাদাভাই—তোমাদের ওখান হতে ফেরার সম্ভাবনা খুবই কম। আমাদের কয়জন ওই গাঙ্গের ওপারে গিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা নিখোঁজ হয়েই রইল। সন্ধানী হেলিকপটারে শূন্যে শূন্যে ঘুরে আর্মির লোকেরা শুধু শুধু হায়রাণী হয়েছে। ওই বনে মধু ভাঙা ও কাঠকাটা এখন একেবারে বন্ধ। সাক্ষাৎ যম রাজার মুখেতে তোমরা যাচ্ছো। তোমাদের বাপ-মার তোমাদের এই চাকুরী হতে ছাড়ানো উচিত।'

'কিন্তু—স্যার! তাতে সকলে বলবে যে বাঙ্গালীরা বড় ভীতু,' ওই কিশোর বন্ধুদ্বয় প্রধান অফিসারকে একথাও বললো—'এতবড় অপ-বাদ আমরা বাঙ্গালীদের উপর চাপাবো! না না, স্যার। এটা আমরা একটুও ভাবতে পারি না। আমরা বিজয়ী হয়েই ফিরতে পারবো। আমাদের পূর্বপুরুষরা একই সঙ্গে মোগল, মগ ও পর্তুগীজদের সঙ্গে যুঝেছেন। তবে শুনেছি যে আমাদের পূর্বপুরুষরা সুন্দরবনের লড়াইতে হেরে গিয়েছিলেন। ওই সময় আমরা জন্মালে দস্যুদের নিশ্চয়ই আমরা হারাতাম।

'ঠিক আছে দাদাভাই,' বন বিভাগের অফিসারটি একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই বীর। কিন্তু মনে রেখো যে গোঁয়ার্তুমী বীরত্ব নয়। প্রকৃত বুদ্ধি ও সাহসের সংমিশ্রণই প্রকৃত বীরত্ব। বৃথা শক্তিক্ষয় করা বা অযথা প্রাণ দেওয়া অর্থহীন। তবে এটাকে যদি তোমরা এ্যাডভেঞ্চার মনে করো তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা। এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা আমার পক্ষেও সম্ভব

নয়। যে কোন মুহূর্তে ওদের এখানেও হামলা হতে পারে। এই রইলো তোমাদের মোটর লঞ্চ। আমার কর্তব্য এখন শেষ। ওই খাঁড়ির এপারে উঁচু ঢিবিতে একটা মিলিটারী ক্যাম্প আছে। ওদের সঙ্গে তোমাদেরকে আলাপ করিয়ে দেবো। কর্তৃপক্ষের আমার উপর এজন্য একটা হুকুম আছে। চলো।'

বনবিভাগের অফিসার ওই কিশোর বন্ধুদ্বয় অমল ও বিমলকে সঙ্গে করে তার জীপে তুলে ওই মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে এলেন। ওই ক্যাম্পের অধিকর্তা তখন বিষাক্ত সাপের আক্রমণ এড়াতে চারি দিকে নাইট্রিক এ্যাসিড স্প্রে করছেন। তাঁর আর্দালী ডি. ডি. টি. স্প্রে করে মশক তাড়াতে ব্যস্ত। রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে বাঘ তাড়াবার জন্য শুকনো কাঠের গাদা এখানে ওখানে জড় করা রয়েছে। ক্যাম্পের সুমুখে কয়েকটা জয়ঢাক। রাত্রে বাঘের গর্জন শোনা মাত্র ওই ঢাকে কাটি পড়বে।

'হোয়াই, হোয়াই ? হোয়াই দিজ্ চিলড্রেন হিয়ার ?' অমল ও বিমলকে বন অধিকর্তার সঙ্গে সেখানে দেখে আর্মি ইউনিটের অধ্যক্ষ কর্ণেল হরি সিং বললেন, 'হোয়াই দিজ্ বয়স্কাউটস হিয়ার ? এটা অত্যন্ত বে-সামরিক জায়গা। এখানে এই বালকগণ কেন !' মশাই। এটা কি একটা বিশ্রি জায়গা। ট্যাঙ্ক মাটির নীচে বসে যায়। গাম বুট শুদ্ধ দুটো পা মাটিতে সেঁদোয়। এরপর ওই এ্যাঁটালো মাটি হতে বুট ওঠানো সম্ভব হয় না। তাতে রাইফেল ছোঁড়ার মত পজিসন্ পাওয়া যায় না। এখানে মার্চ করা বা কুচ করারও উপায় নেই। গো-গাড়ী ছাড়া ঘোড়ার গাড়ী বা মটরলঞ্চ অচল। এদিকে সাপ, ওদিকে কুমীর। এছাড়া বাঘও আছে। বাইরে রয়েছে বড় বড় জোঁক শুঁড় তুলে। মশারা মশারী ফুঁড়ে ভেতরে আসে। ওদের বিশ্রী আওয়াজে নো শ্লিপ। নো বাথরুম। নো সুইট ওয়াটার। নাথিং। এরকম 'হরিবল' জায়গা পৃথিবীতে কোথাও নেই। 'এ্যামফিবাস' তথা উভচর ট্যাঙ্ক এখানে চলে না। আমরা হচ্ছি হিম্মৎওলা লড়াকু লোক।

শক্ত জায়গা না হলে কি লড়া যায়! এখানকার জন্য আর্মির নতুন যান তৈরী করতে কিছু রিসার্চ দরকার ছিল। আমার অর্দ্ধেক লোক এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ্যায়সা জায়গা—জাহান্নামে যানে দেও। আভি হাপনি হাপনার কথা-উথা বোলেন। আর দিজ বয়েজ্, রেসকিউড্ বয়েজ্। এদের ওরা কিড্ন্যাপড করেছিল কি? ওঃ মাই গড্! ভেরী স্যাড্। ভেরী স্যাড্। আই কাণ্ট হেল্প দেম। মশাই! এদের হাপনি হাপনাদের ক্যাম্পে নিয়ে যান। লেড়কা লোককো হামলোক ক্যাম্পমে কভি নাহি রাখবে।'

কর্ণেল হরি সিং এক নাগাড়ে নিজের বিষয়ই বনবিভাগের ওই অফিসারকে বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর এখন ভাবনা আর একটা রাত এই মুল্লুকে তিনি অতিবাহিত করবেন কি করে! এইবার অমল আর বিমলের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে কর্ণেল সাহেব বললেন, 'ও ডিয়ার ডিয়ার। ইনে দো লেড়কা বঙ্গাল আছে?'

অমল ও বিমলের নিকট দিল্লীর হুকুম শুনে ও বুঝে ভদ্রলোক একেবারে অবাক। কেবল মাত্র সুইসাইড্ কোর-এর কেডেট্রাই ওই জঙ্গলে ঢুকতে রাজী হয়। কর্ণেল সাহেব জঙ্গল ফাইটের অর্থ বোঝেন। কিন্তু এই রকম ঘন জঙ্গলের বিষয় উনি কোন কেতাবেও পড়েন নি। উনি মাউণ্টেনে পিন্ এঁটে স্কেল করেছেন। বরফের উপরে স্কিই'তে উঠে লড়েছেন। কিন্তু এই জঙ্গলে ঢোকবার মত তো কোন পথও নেই। এই জল ও কাদাতে কোনও বুলডেজারও চলবে না। একমাত্র কুমীর ও বাঘের পিঠে চড়ে এখানে লড়াই করা যায়। কিন্তু ওই জন্তুদের বশ করার মত কোনও ট্রেনারের অস্তিত্বের বিষয় তিনি এখনও শোনেন নি। হাতি এখানে বাস করে না। হাতী ও ঘোড়া কাদাতে এখানে ডুবে যাবে। তাই মরুভূমিতে লড়াই-এর উপযোগী উষ্ট্র বাহিনীর মত এই কাদা জলাতে লড়াই করার উপযোগী একটি বলদ বা ষাঁড় বাহিনী তৈরী করে তাদের পিঠে উঠে লড়াই করার বিষয় উনি ভাবছিলেন।

অমল ও বিমল এই কর্ণেল সাহেবের ও বনবিভাগের কর্মীর কথা-বার্তা শুনে একটুও ভয় পেল না। তাদের কাছে সুন্দরবন, সুন্দরই মনে হয়। তবে একটু সাবধানে এগুতে হবে, এই যা। তারা প্রয়োজনীয় সব কিছু ব্যবস্থা শেষ করে তাদের জন্য নির্ধারিত ছোট মোটর লঞ্চে উঠে তাতে স্টার্ট দিল।

খাঁড়ির সঙ্কীর্ণ নালাগুলির উচ্ছল জলস্রোত ভেদ করে ধীরে ধীরে তাদের ওই মোটর লঞ্চ এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বড় বড় জালার মত বড় বড় কুমীরের মাথা জলে ভাসতে দেখা যায়। মোটর লঞ্চের মত অদ্ভুত জীব তারা বোধহয় এর আগে দেখেনি। ল্যাজের ঝাপটা মেরে তারা ওই লঞ্চকে এড়িয়ে জলের তলাতে ডুব মারে। এখানে ওখানে জলের উপর শুশুক ও হাঙ্গর লেজ ও শির তোলে। একবার ওই জলেতে কেউ পড়লে তার আর রক্ষা নেই! জলের দুধারে ঘাস ও গাছের মধ্য হতে দু-একটা করে বিষাক্ত সাপ ভয় পেয়ে চোখের সমুখে জলেতে লাফিয়ে পড়লো। সাঁতরে কয়েকটা সাপ লঞ্চের পাশ দিয়ে এপার হতে ওপারে উঠল। এবার ওই দুই বন্ধু বাদার জঙ্গল ঘেরা শেষ গ্রামটাতে এসে পৌছালো। মূল সুন্দরবন না হলেও এটাও সুন্দরবনের একটা অংশ। এই অঞ্চলেও হিংস্র জন্তুদের উৎপাত আছে। হার্মাদরাও এই এলাকাতে মধ্যে মধ্যে হানা দিয়ে থাকে। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে।

মোটর লঞ্চের শব্দ শোনামাত্র একদল লোক এগিয়ে এলো। বড় বড় আঁশবঁটি হাতে কয়েকজন গাছ কোমর বাঁধা প্রৌঢ়া নারীও ওদের মধ্যে রয়েছে। তাদের নাকে ঘূর্ণায়মান গরুর গাড়ীর চাকার মত নথগুলো ভীতিপ্রদ। সভয়ে দুই বন্ধু চেয়ে দেখলো যে পাড়ের উপর গাছের ডালেতে তীর ধনুক হাতে একদল মালকোচা মারা তরুণ। পাড়ের উপর থেকে ক'জন ঢাক বাজিয়ে ও সিঙ্গা ফুকে সকলকে সতর্ক করছে। দলে দলে লাঠি হাতে লোক ছুটে এসে বিকট স্বরে চেঁচাতে লাগল। 'আবা—আবা—আবা। কেডা রে তোরা হালা।' কিশোর বন্ধুদ্বয়

অবাক হয়ে ভাবে যে এরা কারা! আফ্রিকার মত দুধর্ষ 'এবরোজিনিস' নিশ্চয়ই এখানে নেই। চেহারাতে এরা হুবহু বাঙ্গালী। এরা কিছুতেই হার্মাদ দস্যু নয়। এদের চোখগুলো নীল বা কটা না হয়ে কালো। এদেরকে সেই যুগের হার্মাদদের বংশধর বলেও মনে হয় না। ওই বন্ধুদ্বয় বুঝতে পারে না যে তাদের উপর এদের এতো রাগ কেন। লঞ্চের জানালার বুলেট প্রুফ কাঁচেতে ওদের ধনুক হতে ছোঁড়া তীর-গুলো ঠকাঠক করে ঠেকে নীচে পড়ছিল।

তাড়াতাড়ি বিমল ওই অঞ্চলের একটা নক্সা অমলের সুমুখে মেলে ধরে বললো—আরে এটা তো আমাদের বাঙ্গালীদেরই একটা জঙ্গলী গ্রাম। অমল ওটি ভালো করে দেখে একটা স্কেল কম্পাশ বার করে দেখল ও বুঝালো। তারপর বললো—'হ্যাঁ, একটা দক্ষিণবাংলার বনের ধারের শেষ গ্রাম। ভুল বুঝাবুঝির ফলে আমরা ওই আত্ম-রক্ষীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছি।'

'আমরা কেউ হার্মাদ দস্যু নই।' একটা লাউডস্পিকার বার করে তাতে মুখ রেখে ওদের দুই ভাই চেঁচিয়ে বললো, 'আমরা দুজনেই গভর্মেন্টের লোক। তোমাদের রক্ষা করার জন্যই এখানে এসেছি। আজ রাত্রিটা তোমাদের আশ্রয়ে থেকে কাল গাঙ্গের ওপারে হার্মাদদের খোঁজে যাবো।'

অমল ও বিমলের মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে ওরা তখনি তীর ও বর্শা ছোঁড়া বন্ধ করলো। দুই ভাই সব বুঝে ও জেনে খুশী হয়ে ভাবলো ও বললো—'বাঃ বাঃ! বাঙালীরা তো তাহলে লড়াই ভোলেনি। এখুনি গভর্মেণ্টের এদের নিয়ে একটা পৃথক বাহিনী গড়া উচিত। আশ্চর্য এই যে জল কাদাতে লড়তে সক্ষম এমন একটা বাহিনী এখনো তৈরী হয়নি। এই বাহিনীর উপযোগী লোক মাত্র এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়।' অমল ও বিমল মনে মনে ঠিক করলো যে এই সম্বন্ধে তারা দিল্লীতে ফিরেই একটা রিপোর্ট তথা প্রতিবেদন পাঠাবে। অমল ও বিমল তাদের লঞ্চ হতে বেরিয়ে ডাঙ্গাতে নামতেই

সকলে খুশী হয়ে ছুটে এলো। ওদের প্রধান মোড়ল এগিয়ে এসে তাদের বললো. 'কর্তাবাবুরাগো, তোমাদের গায়ের রং টুকটুকে ফরসা। তাই মোরা তোমাগো হার্মাদ ডাকু বলে ভুল করেছিলাম। পরে মুই দেখলাম যে রংটা ফাক্কাসে সাদা নয়। ওটা গোলাপী। তখন আমি বুঝলাম তোমরা মোদের হ্যাশের লোগ। এখন আপনারা আছেন। কিন্তু কখনো গাঙ্গের ওপারে যাবেন না। ওদিকে যারা গিয়েছে তারা কখনও আর ফিরে নি।'

ডাঙ্গার ওপরে এক পাদ্রী সাহেবের তৈরী একটা পরিত্যক্ত ডাক বাঙলো ছিল। ওইটেতে আগে কালে ভদ্রে সরকারী কর্মীরা আসতেন। কিন্তু এখন আর তাঁরা আসেন না। এদিকের জমির মালিক একজন পুরানো জমিদার। কিন্তু তিনি কলকাতাতে থাকেন। জমিদারের লোকেরা এখন এখানে আসতে ভয় পায়। প্রাচীন রাজা প্রদীপ রায়ের রাজ্যের এটিও ছিল একটি অংশ। কিন্তু তাঁর বংশধররা ব্রিটিশদের বশ্যতা স্বীকার না করাতে এটি পরে কলকাতার এক ব্যবসায়ী জমিদারের কুক্ষিগত হয়। স্থানীয় লোকরা তাই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করেছে। ওই স্থানের লোকজন অমল ও বিমলকে ওই পরিত্যক্ত বাঙলোতে এনে বাইরের দাওয়াতে একটা লতাপাতার বুনা চেটাই পেতে বসালো। এরপর অমল ও বিমল দুজনে গাঙ্গের ওপারে বনের মধ্যে যাবে শুনে ওরা হতবাক হয়ে গেল। ওরা শুনলো যে ওপারের ওই বনের মধ্যে এককালে রাজা প্রদীপ রায়ের রাজধানী ছিল। ওই হার্মাদরা বারে বারে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু বারে বারে ওঁর সৈন্যরা তাদের খেদিয়ে দেয়। কিন্তু ক্রমাগত শক্তিক্ষয় হওয়াতে শেষ রক্ষা হয় নি। বৃদ্ধ বয়সে ওই রাজা সপরিবারে তাঁর প্রজাদের সঙ্গে করে মধ্য-বাঙলাতে সরে এসেছিলেন। তারপর ওঁরা আর ওখানে ফিরে যান নি। রাজা প্রদীপ রায়ের কাহিনী এই অঞ্চলের জনগণের মুখে

মুখে বংশানুক্রমে রয়ে গিয়েছে। অমল ও বিমল তুই-ভাই-এর এবার মনে পড়লো—তাই তো! তাদের ঠাকুমার মুখেও তারা এই একই কাহিনী শুনেছিল। তাদের তুজনারই পূর্বপুরুষ ছিলেন ওই বিখ্যাত রাজা প্রদীপ রায়। অমল ও বিমল শুনেছিল যে তাদের আদিবাস ছিল ওই সুন্দরবনে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের গ্রাম ও তুর্গের ভগ্নাবশেষ সেখানে তুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে আজও রয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষদের ওই প্রাচীনতম ভিটাবাড়ীতে আজ আর প্রদীপ জ্বালবার কেউ নেই। তুই ভাই-এর পূর্ব-পুরুষদের বাসস্থান দেখার জন্য মন উন্মুখ হয়ে উঠল। তবু একটি বিষয় ভেবে তুই ভায়ের ভীষণ লজ্জা হল। তাদের ওই প্রাচীন পূর্ব-পুরুষ রাজা প্রদীপ রায় তুর্ধর্ষ হার্মাদ দস্যুদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে লড়াই করেও নতি স্বীকার করেননি। তাদের পরবর্তী পূর্ব-পুরুষরা ব্রিটিশদের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করাতে তাদেরকে বাকী রাজ্যটুকু হারাতে হয়। অমল ও বিমল ভাবে যে এরূপ বীরপুরুষদের উত্তরপুরুষ হয়েও আজ তারা ব্রিটিশদের অধীন সাধারণ নাগরিক মাত্র।

'দূর! ভাগ্যিস এখনও পর্যন্ত আমাদের ওই স্বাধীন রাজ্য নেই,' অমল একটু ভেবে তার চেয়ে মাত্র তু'দিনের বড়ো খুড়তুতো ভাই বিমলকে বললো, 'তাহলে হয়তো আমরা তু'জনে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে একদিন মারামারি করতাম। আর সেই সুযোগে নতুন এক হার্মাদের দল এসে আমাদের ওই রাজ্য দখল করে নিত। তাছাড়া —প্রজা বিদ্রোহে আমাদের কারুর মুণ্ডু যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। তার চাইতে এই যুগে চাকরীবাকরীতে নিরাপত্তা অনেক। চল তবে তুজনে মিলে পূর্বপুরুষদের প্রাসাদ তুর্গটার ভগ্নস্তূপ দেখে আসি গে। অবশ্য ওঁরা ঐতিহাসিক পুরুষ হওয়াতে ওঁরা আজ শুধু আমাদের নয়, ওঁরা আমাদের সমগ্র জাতিরই অতীত গর্বের ধারক ও বাহক। এখন এবিষয়ে ওঁদের উপর নিজস্ব আমাদের কোনও দাবী অহেতুক ও হাস্যকর হবে।'

ইতিমধ্যে চতুর্দিকের ছোট ছোট মিনি গ্রামগুলো থেকে স্ত্রী পুরুষরা এসে এই মাঝারী গ্রামটাতে আত্মরক্ষার্থে জড় হয়েছিল। তারা একত্রে সারাদিন ও সারারাত এখানে পাহারা দেয়। তবু মধ্যে মধ্যে হার্মাদদের দল মাছ ধরার নৌকাতে মাছ ধরার ছুতায় ছদ্মবেশে এখানে হামলা করে গেছে। মিলিটারীরা বৃষ্টি না হলে শুখার সময় মধ্যে মধ্যে এখানে আসে। একবার তাদের সঙ্গে হার্মাদদের ছোটখাটো লড়াইও হয়েছিল। শত্রুরা কিছুক্ষণ লড়ে হঠাৎ বড়ো গাঙ্গে ওদের স্পিড্ বোটে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। চারিদিকে আরও কয়েকটি বসতি ছিল। এখন সেগুলি খালি করে হার্মাদদের ভয়ে লোকজন ওই বনের এলাকার বাইরে চলে গিয়েছে।

'দেহেন বাবুরা! আমরা এবার বাটী যাবো। সাপের উপদ্রব আছে। এখানে ওহানে ধূনো দিতে হবে! আমাদের মাটীর ঘর, খড়ের ছাউনি। বাঘের উৎপাত মধ্যে মধ্যে হয়। এদিকে যে কোনও মুহূর্তে হার্মাদদের হানাদারী হতে পারে। তাই রাত্রি হবার আগেই দুয়ায় বন্ধ করতে হয়'। স্থানীয় পরিবেশ সম্বন্ধে অমল ও বিমলকে ওয়াকিবহাল করে গ্রামীন মোড়ল বললো, 'তবে—আমাদের একটা দলকে সারারাত হার্মাদদের রুখতে পাহারা দিতে হয়। এই কায়দাটা আমাগো এক ইংরাজ পাদরী শিখিয়ে গিয়েছেন। উনি একবার বড় গাঙ্গের ওপারে বড় জঙ্গলেতে নিজেই পালতোলা নৌকো চালিয়ে গিয়েছিলেন। পুণ্যাত্মা লোক হওয়াতে উনিই একমাত্র জন যিনি ওপার হতে জীবিত ফিরে এসেছিলেন। এই বাঙলোটা ওনার তৈরী। এখানে উনি আমাদের রোগের চিকিৎসা করেছেন। আমাদের উনি চাষের নতুন নতুন কায়দাও শিখিয়েছিলেন। উনি খ্রীষ্টান হলেও হিন্দুদের শাস্ত্র হতে ভালো ভালো কথাগুলো আমাদের শুনাতেন। এই বাঙলোর পিছনে ওঁকে আমরা কবর দিয়েছি। ওই কবরে আজও আমরা শ্রদ্ধাভরে ফুল রাখি ও প্রদীপ দিই।'

গাছপালা ভেদ করে লণ্ঠনের ও লম্পোর আলো হাতে গ্রামবাসিরা

একে একে চলে গেল। ওই স্বর্গত পাদরী সাহেবের উদ্দেশ্যে অমল ও বিমল প্রণতি জানালো। ওরা আরও শুনেছিল পাদরী সাহেব ব্রিটিশ রাজত্বের শেষের দিকে এখানে এসেছিলেন। তখন এখানে হার্মাদদের অত্যাচার মাত্র কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। তবে তখনও ওই উৎপীড়ন আজকের মত এতোটা বেড়ে ওঠেনি। ভদ্রলোক এখানে বসে একটা মোটা কেতাব ইংরেজীতে লিখেছিলেন। কিন্তু ওটার প্রকাশ ও প্রচার ইংল্যাণ্ড থেকে হয়েছিল। এই গ্রন্থের একটি কপি অমল ও বিমল সঙ্গে করেও এনেছে। তবে এইখানেই যে তাঁর জনসেবার জন্য আস্তানা ছিল অমল ও বিমলের তা জানা ছিল না।

অমল ও বিমল লক্ষ্য করলো যে এই বাঙলো বাড়ীটা একটা উঁচু কৃত্রিম মাটির ঢিবির ওপর তৈরী। এখানকার গ্রামীন মানুষদের খড়ো ঘরগুলিও এরূপ উঁচু উঁচু কৃত্রিম ঢিবির উপর তৈরী করা হয়েছে। কোনও কোনও ঘরবাড়ী শাল কাঠের খুঁটী পুঁতে তার উপর মাচান করে তৈরী। কয়েকটা গাছের ডালে বাঁশ লাগিয়েও ঘর করা আছে। অমল ও বিমল বুঝতে পারল যে মধ্যে মধ্যে বন্যার জলে চতুর্দিকে ডুবে যায় বলে এদের এইরূপ সাবধানতা। আশ্চর্য্য এই যে, এতো অসুবিধা সত্ত্বেও এখনো তারা এই ভয়াবহ গ্রামটি ত্যাগ করেনি। এর একমাত্র কারণ এই যে, তাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ভিটেগুলির প্রতি ধর্মীয় কারণে তাদের পরম প্রীতি ও ভক্তি। রাজা প্রদীপ রায় নির্মিত বাঁধগুলি এতোদিনে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যই তাদের ওই দুর্গতিতে ভুগতে হচ্ছে। এইজন্য বর্যাকালে তাদের ডিঙ্গি করে এবাড়ী হতে ওবাড়ী যেতে হয়।

ওই পরিত্যক্ত বাঙলো বাড়ীটা বেশ বড়ই ছিল। দুটো বড় বড় শোবার ঘর। দুটো খাট ও টেবিল চেয়ারও সেখানে আছে। গাঙ্গের ধারেতে বাঙলোটি থাকাতে মধ্যে মধ্যে কুমীর উপরে উঠে আসে। তা ছাড়া সাপখোপও বহু। গ্রামের আশেপাশে ঘন জঙ্গল। সেখানে বাঘও আছে। মধ্যে মধ্যে সাঁতরে খাল পার হয়ে ওরা গরু

মুখে করে নিয়ে যায়। ওদের মধ্যে শিকারে অক্ষম বুড়ো বাঘরা সুবিধে পেলে মানুষও ধরে। তবে সমুদ্রের মত অতো চওড়া বড় গাঙ্গ পেরিয়ে ওদিকের জীবজন্তু এদিকে কখনও আসে না।

গ্রামের এখানে ওখানে বাঘ তাড়াবার জন্য শুকনো কাঠ জড় করে গ্রামের লোক আগুন জ্বালায়। কেউ কেউ বাঘের ডাক শুনলে তাদেরকে তাড়াতে রাতভর দামামা বাজায়। ওঝাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বহুলোক সাপের কামড়ে প্রতি বৎসর মারা যায়। এর উপর ইদানিং হার্মাদ দস্যুদের উৎপাত বেড়েছে। তবু এখান হতে এখনো মানুষরা হটে অন্যত্র যায়নি। এখনও এখানে ওরা মধুর চাক ভাঙে, মাছ ধরে ও ধান চাষ করে। এই সব জিনিস তারা নৌকো করে শহরেও পাঠায়।

সুন্দরবন সম্বন্ধে লেখা পাদরী সাহেবের ওই ইংরাজী বই ওরা সুটকেশ থেকে বের করল। অমল ঘর গুছাতে ব্যস্ত হলে বিমল সঙ্গে আনা হ্যাজাগ আলো জ্বালিয়ে বইখানা পড়তে আরম্ভ করলো। পাদরী সাহেবই সর্বপ্রথম ওই বড় গাঙ্গের ওপারে পাড়ী দিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে উনি বেশীদূর এগুতে পারেন নি। কেতাবটির একস্থানে উনি লিখেছেন যে, এই গাঙ্গের এপারের বাঘ, কুমীর ও সাপেরা দারুণ হিংস্র বটে। কিন্তু বিশাল বড় গাঙ্গের ওপারের বনের সব জন্তুরা খাদ্যের কারণ ভিন্ন অকারণে হিংসা করে না। এইজন্য বিরাট নদীর এপারের অপেক্ষা ওপারেতে মানুষের জীবন বরং বেশী নিরাপদ। উনি এপারে বাসকালে লোককে বেশী সাবধান হতে উপদেশ দিয়েছেন। উনি এও বলেছেন যে এপারের জন্তুদের মত এপারের মানুষকেও বিশ্বাস করা উচিৎ হবে না। এই সাহেবের মতে মানুষই জীব হত্যা ক'রে মানুষদের প্রতি ঐ জীবদের বিরূপ করে তুলেছে। ওপারের জঙ্গলে কুমীরের কিংবা ময়াল সাপের পিঠে মানুষ ইচ্ছা করলে নির্ভয়ে বিশ্রাম নিতে পারে।

এমন কি বিরাট বাঘেরা পর্যন্ত সেখানে মানুষের গা চেটে সোহাগ জানায়। যে সকল জীব তাদের স্বাভাবিক খাদ্য নয় তাদের তারা কদাচিৎ আক্রমণ করে। ক্ষুধা না হলে তারা কোন জন্তুও শিকার করে না। এখানে শিকারী মানুষদের আসতে দিলে অবস্থা অন্য রকম হবে। তাই ওঁর মতে জীবদের প্রতি মমতাপূর্ণ দরদী মানুষদেরই শুধু বড় গাঙ্গের ওপারে যাওয়া উচিৎ।

বইটাতে লেখা বিষয়বস্তু অমলের কাছে উন্মাদের প্রলাপ বলে মনে হলো। প্রচুর 'কারণ সলিল' পান না করলে ওই সব অদ্ভুত মতবাদের উল্লেখ সম্ভব নয়। কিন্তু এপারের বিষয় যা উনি লিখেছেন তাতে তাদের সাবধান হওয়াই উচিৎ হবে। এই বইয়ের ভূমিকাতে এক ডক্টরেট ভদ্রলোক লিখেছেন যে, দ্বিতীয় বার পাদরী সাহেব ওপারে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেবারে ওপার হতে নিরাপদে এপারে ফিরে এক হার্মাদ নৌ-দস্যুর কবলে পড়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। উপরন্তু বইটির ভূমিকা হতে এও জানা যায় যে, এই বাঙলোটি ওই সাহেবই তৈরী করেন এবং বাঙলো বাড়ীর পিছনেই তার ইচ্ছামত জায়গায় তাঁকে স্থানীয় লোকেরা কবর দেয়।

রাত হলো। তাদের এবার বিশ্রাম দরকার। বই বন্ধ করে বিমল উঠে পড়লো। বললো—'তুজনে এক সঙ্গে এখানে ঘুমানো নিরাপদ হবে না'। বিমল এবার সেই বইটা অমলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'তুই ওঘরের খাটে ঘুমিয়ে নে। আমি ততক্ষণ এই বসবার ঘরেতে জেগে পাহারা দেবো। আমরা তুজনে পালা করে জাগবো ও পালা করে ঘুমাবো'।

বিমলের প্রস্তাবটি অমলের মনঃপুত হয়েছিল। তাই রাত্রির আহার শেষ করে অমল পাশের ঘরের খাটে বিছানা পেতে ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়লো। এদিকে বিমল জেগে থাকার সুবিধের জন্য তার বেহালাটা ধীরে ধীরে বাজাতে সুরু করল। ওই বেহালার মধুর সুরের আমেজে অমল অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো। ওদিকে বিমলের বেহালা সুর তুলে বেজেই চলেছে।

হঠাৎ বিমল লক্ষ্য করলো যে একটা বিরাট কেউটে কখন ঘরে ঢুকে দুই ফুট উঁচুতে ফণা তুলে বাজনা শুনছে। বিমল বুঝেছিল যে সে বাজনা থামালেই ওই সাপ তাকে ছোবল মারবে। সে ধীরে ধীরে বেহালা বাজাতে বাজাতেই অমলের ঘরের দিকে এগুলো। কিন্তু সাপটা সেখান থেকে ওইভাবেই ফণা তুলেই তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। অবস্থা এমন যে সে চেঁচিয়ে অমলকে ডাকতেও পারছে না। বিমল বিপদ বুঝে একটা টেবিলের উপর উঠতে যাবে। কিন্তু সেই সময় তার ওই বিপদ না কমে আরও দু'গুণ বেড়ে গেল। এই সাপটা ছিল পুং-কেউটে। হঠাৎ তার জোড়া স্ত্রী-কেউটেটা ঘরে ঢুকে ওই ভাবেই ফণা তুলে ধরলো! বিমল চক্রাকারে ঘরের টেবিলটার চারদিকে ওই ভাবে বেহালা বাজাতে বাজাতে ঘুরপাক খেতে থাকল। ওদের ভয়েতে বাজনা একটুখানির জন্যও থামাতে সাহস হলো না। সে জানত যে ঐ বাজনা বন্ধ হওয়া মাত্র ঐ সাপেরা তাকে কামড়ে শেষ করবে।

এবার অমলের ঘরে দম দেওয়া টাইম পিশ ঘড়ির সময় নির্ণয়ক কাঁটাটা দুটোর ঘরেতে পৌঁছুলে ওটা ক্রীং ক্রীং করে বেজে উঠলো। এবার অমল পাহারা দেবে ও বিমল ঘুমাবে। কিন্তু তখনও বিমলের ঐ বিরামহীন বাজনা শুনে অমল অবাক। সে উঠে পড়ে দরজাতে উঁকি মেরে বিমলের অবস্থা দেখে হতবাক। সে তাড়াতাড়ি তার কিট্ ব্যাগ থেকে সট্ গানের অংশগুলি জুড়ে তাতে গুলি ভরলো। কিন্তু ঐ সাপ দুটোকে একসঙ্গে মারতে না পারলে বিপদ আছে। একটা মরার পর সঙ্গে সঙ্গে অন্যটা বিমলকে ছোবল দেবে। ওদের ফণা দুটি আগুপিছু দুলছে। এক সময় ওদের ফণা দুটো একত্র হওয়া মাত্র অমল টিগারে টান দিলো। গুড়ুম্ করে একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ওদের দুটোরই মুণ্ডু একই সঙ্গে থেঁতলে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের একটা মরার আগেতে বিমলের হাতটা জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ওই মরা সাপটা আপনা হতেই জড়ানো

বাঁধন খুলে নীচে পড়ে গেল। অন্যটার আঘাত বোধ হয় কম ছিল। সে তখনও পুরোপুরি জ্যান্ত। সে থেঁতলানো ফণা তুলে অমলের দিকে তেড়ে এল। অমল এবার মরিয়া হয়ে ঐ সাপের গলাটা মুঠো করে ধরলো। তারপর ঐ মুণ্ডুসমেত মুখটা দেয়ালে ঠুকে সেটাকে নীরব করলো। কিন্তু ততক্ষণে ঐ সাপ লেজ দিয়ে অমলের ডান হাত আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে। বিমল এবার একটা ছুরি বের করে অমলের হাতে জড়ানো সাপটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দিতে থাকে। কিন্তু তখনো ওর মুণ্ডুটা হতে ওই সাপ তার জিবটা বার করছে।

অমল কিছুতেই তার মুঠো খুলতে পারছিল না। শত চেষ্টা করেও সে তার বজ্রমুষ্টি খুলতে পারছে না। বিমল অমলের হাতটা ধরে ঝটকানি দিয়ে ছুঁড়ে দিতে ঐ সাপের কাটা মুণ্ডুটা দেওয়ালেতে আছড়ে পড়লো।

'দেখ ভাই বিমল। তোর কিন্তু ওইসব ধারণাঃভুল', অমল এবার বিমলকে বললো, 'সাপেদের কর্ণাচ্ছাদন না থাকায় ওরা শুনতে পায় না। ওদের শ্রবণকার্য বায়ুর উপর নির্ভরশীল নয়। তবে অস্থিবাহী শব্দ ওরা শুনতে পায়। সামান্য ভূমির কম্পন কিংবা বায়ুর স্পন্দন তারা অস্থি দ্বারা অনুভব করতে পারে। আমার মনে হয় যে তোর বেহালার ছড় চালানোর উপর ঐ দুটোর লক্ষ্য ছিল। এর মধ্যে আরও একটা কথা আছে। জনপ্রবাদ এই যে, সর্পদম্পতির একটিকে মারলে ওদের অন্যটি প্রতিশোধ নিতে ঘরে ঢোকে। কিন্তু এই ধারণাও ভ্রান্ত। এত বিচার শক্তি ওদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে নেই। পুং সাপের গন্ধে স্ত্রী সাপ এবং স্ত্রী সাপের গন্ধে পুং সাপ ঘটনাস্থলে আসে। এজন্য সাপ মারার পর ওদের পুড়িয়ে ফেলার রীতি। এখুনি এই সাপ দুটোকে আমরা পুড়িয়ে ফেলবো।'

উভয়ে এই দুর্বিপাকে ঘর্মাক্ত হয়েছিল। এবার নিশ্চিত হয়ে তারা হাওয়া খেতে বাইরে এসে দেখলো যে একটা মোটা কাঠের কালো গুঁড়ি কে ওই বাঙলোর রোয়াকে ওঠার সিঁড়ির উপর রেখে

গিয়েছে। কিন্তু রাত দশটাতে শোবার আগে তো তারা ওই গুঁড়িটা ওখানে দেখেনি। ভালো করে দেখবার জন্য কাঠটার উপর ওরা বৈদ্যুতিক টর্চের আলো ফেলালো। হঠাৎ তারা লক্ষ্য করলো গুঁড়ির সম্মুখাংশের দু'পাশে দুটো স্থান জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল। তারপর একটা বিরাট শব্দ শুনে দুজনে সভয়ে পিছিয়ে এসে দেখলো যে একটা কুমীর তাড়াতাড়ি ওখান হতে নেমে হেলে দুলে লেজ নেড়ে শ্লথ গতিতে গাঙ্গের দিকে চলেছে।

সকালে উঠে বাইরে বেরিয়ে বিমল ও অমল দেখালো যে সারা পল্লীবাসীর চোখেমুখে একটা বিপদ ও আতঙ্কের ছাপ। তাদের গ্রামের মোড়লকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছেনা। ভোরবেলাতে উঠে সে গাঙ্গের জলেতে ডুবানো জোমড়া তুলতে গিয়েছিল। এই জোমড়া বাঁশের তৈরী গাছের কাঁচা পাতা ভরা এক মুখ খোলা এক প্রকার নৌকোর মত বস্তু। এটা রাত্রে জলেতে ডুবিয়ে রাখলে মাছ এসে ভিতরে ঢোকে। গাঁয়ের মোড়ল প্রতি প্রাতে এইভাবে মাছ যোগাড় করে। কিন্তু এদিন সকালে উঠে সেই যে বের হয়েছে আর সে ফেরে নি। গ্রামের লোক ভোর বেলাতে একটা স্পীড বোটের ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছিল। তাদের ধারণা ওত পেতে থাকা হার্মাদরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এমনি মাঝে মাঝে ঐ গ্রাম হতে আরও মানুষ নিখোঁজ হয়।

যারা বারে বারে অপরাধ করে তাদের বারে বারে অন্যের করা অপরাধেও অপরাধী হতে হয়। সর্বযুগেই এটি একটি সাংসারিক নিয়ম। অমল বিমলের কিন্তু এই পাপের জন্য ঐ কুমীরটাকেই সন্দেহ হয়।। তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে মাটিতে বুকে হ্যাচড়ানার দাগ খুঁজে ঐ কুমীরের ট্রাক তথা যাতায়াতের পথ বার করলো। ঐ চিহ্ন সম্ভূত পথটি মোড়লের মাছ ধরার জন্য ডোবানো জোমড়া পর্য্যন্ত রেখা টেনেছে।

গ্রামের লোকরা এই সব শুনে ও বুঝে যোল আনা পঞ্চায়েত

বসালো। সাধারণতঃ সেখানে পাঁচজনের পঞ্চায়েৎ এযাবৎ বিচার ও শাসন করে এসেছে। কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমগ্র জনগণের মতামত জানার জন্য ষোল আনা পঞ্চায়েৎ জমা করা হয়। গ্রামের লোকই নিজেরা নিজেদের পুলিসের কাজ করে অপরাধীদের জনকল্যাণ কাজে বেগার খাটিয়ে ছাড় দেওয়া হয়। প্রয়োজনে এরাই আবার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সৈন্যর কাজ করে।

'দা-ঠাকুররা! এতোটা যখন মোদের লাগি করছেন তখন আমাগোর জন্যে আরও একটু কার্য করুন,' ঐ ষোল আনা পঞ্চায়েতে নির্বাচিত নতুন মোড়ল অমল ও বিমলকে ডেকে বললো, 'আপনাগো বন্দুক ও গুলি আছে। সর্দারকে খাওয়ান ঐ কুমীরটাকে আপনাদের শ্যাষ করতে হবে। এই কাজটি করার পর আমরা আপনাগো বড় গাঙ্গের উপারে যাতি দেবো।'

অমল ও বিমলের এদের এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। কুমীর জল হতে যেস্থানে ওঠে সেই স্থানেই সে জলে নামে। অমল ও বিমল অপরাধী কুমীরের ঐ ট্রাক তথা পথ সহজেই খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ক'দিন নদীর কিনারাতে ওৎ পেতে বসে থেকেও তারা ঐ কুমীরের সন্ধান পায় নি। এই দিন তারা রাত্রি ছুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করে বাংলোতে ফিরছিল। হঠাৎ বাড়ীর সিঁড়ীতে উঠে তারা লক্ষ্য করলো যে একটা হলদে রঙের জন্তু তাদের নীরবে অনুসরণ করছে। ওটা যে বাঘ তা তারা সহজেই অনুমান করলো। তাদের দেখে ঐ বাঘটা তার মাজা ভাঙলো। এবার সে ঐ ছুই ভাইয়ের উপর লাফাবে। হঠাৎ অমল-বিমলের মাথাতে একটা বুদ্ধি এসে গেল। তারা বারান্দায় ছুটো জলন্ত ইলেকট্রিক টর্চ সন্তর্পণে রেখে পিছিয়ে এলো। বাঘটা এবার লাফ না দিয়ে অবাক হয়ে ঐ টর্চের কাছে এগিয়ে এলো। এই সুযোগে ছুই ভাই ঘরে ঢুকে দরজায় খিল ও ছিটকানী ছুটোই এঁটে দিল। ওদিকে বাঘটা নীচে নেমে একটা বাঘিনীকে ডেকে

আনলো। তারপর দুজনে মিলে লাফালাফি করে ঐ জলন্ত টর্চ দুটো নিয়ে খেলা সুরু করলো। এরই মধ্যে অমল ও বিমল জানালার গরাদের মধ্যে দিয়ে রাইফেলের নল বাড়িয়ে নাড়তে আরম্ভ করেছে। একটা বাঘ এসে অমলের রাইফেলের নলটা কামড়ে ধরলো। অমল তার রাইফেলের নলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক মত স্থানে এনে ট্রিগার টিপলো। ওদিকে বিমল ঐ বাঘিনীটাকে নিকটে পেয়ে ট্রিগার টেনে তাকে 'ফেটাল হিট' করেছে। 'গুড়ুম, গুড়ুম' করে দুটো আওয়াজ হল। তারপর দুটি বাঘের একত্রে শেষ গর্জন। গ্রামের লোকরা গুলির শব্দ শুনে মশালের আগুন জ্বেলে সেখানে এসে দেখলো দুটি বাঘ সেখানে মরে পড়ে রয়েছে। এই বাঘ দুটো ঐ গ্রামে যথেষ্ট উৎপাত করেছে। বড় গাঙ্গের এপারের বনে ঐ দুটো বাঘই বাস করতো। ওদের উৎপাত হতে গ্রামবাসীরা মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

বাঘ দুটোর ঐরূপ মৃত্যুতে সমগ্র গ্রামবাসী উল্লাসে ফেটে পড়েছে। ঐ রাত্রেই তারা বড় বড় মাদল বার করে নাচ আরম্ভ করে দিল।

'কর্তা দাদাঠাকুররা! বাঘ যখন আপনারা মারছেন তখন আপনাগো কুমীর মারা কিস্স্যু লয়', গ্রামের লোক অমল ও বিমলকে একে একে জড়িয়ে ধরে বললো, 'মোদের সর্দারকে ঐ কুমীর শয়তান খেয়েছে। এখন ওটাকে মেরে আমাগো কলিজাটা ঠাইণ্ডা কইর‍্যা দিয়েন'।

গ্রামবাসীদের মন ও মান রাখতে ঐ কুমীরের জল থেকে ওঠার প্রাত্যহিক পথটির উপর এবার অমল ও বিমল ঘাঁটি করলো। অন্যদিকে গ্রামের বাছা বাছা জোয়ান দু'দিকের গাছগুলির ডালের উপর বসে সজাগ রইলো।

এমনিভাবে অমল ও বিমল জলের দিকে রাইফেল তাক করে বসে ছিল। এমনসময় হঠাৎ পিছনের গাছ হতে একটা পেঁচা ক্যাঁ ক্যাঁ করে ডেকে উঠলো। ঐ ডাকে সচকিত হয়ে পিছনে ফিরে তারা যা

দেখলো তাতে তাদের হৃৎকম্প উপস্থিত। কিন্তু তা মাত্র ক্ষণিকের জন্য। ঐ বিরাট কুমীরটা কখন নিঃশব্দে তাদের পিছনে এসে মুখ হাঁ করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একটু হলেই তাদের একজনকে ওটির উদরস্থ হতে হতো। এদিকে রাইফেলের নলের মুখ ঘোরাবার মত স্থানের ব্যবধান যৎসামান্য। মূহূর্ত্তের মধ্যে ওরা পেটি হতে অটোমেটিক পিস্তল দুটি বার করে ঐ কুমীরের নরম বুকটা ঝাঁঝরা করে দিল। ঐ বিরাট জানোয়ারটা উল্টে পড়ে তখনও লেজের ঝাপটানী দিচ্ছে। গাছ হতে নেমে মরদরা দড়ি দিয়ে ওটাকে বেঁধে উপরে তুলতেই সেখানে অন্য একটা কাণ্ড ঘটে গেল। হঠাৎ কুমীরটা হাঁ করে ওয়াক করা মাত্র তার মুখ হতে একটা আধপচা মনুষ্য দেহ বেরিয়ে এল। ঐ পেশীবহুল দেহটা তখনও সে হজম করতে পারেনি। সেটা যে তাদের সর্দারের দেহ, তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হল না। ক্রুদ্ধ গ্রামবাসী তখন লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অর্ধমৃত কুমীরটাকে মেরে প্রতিশোধ নিল। স্বাভাবিকভাবেই সর্দারের দেহটা সৎকার করতে পেরে স্থানীয় লোকরা ধর্মীয় কারণে যথেষ্ট খুশী।

ইতিমধ্যে ঐ গ্রামের পিছন দিকে একটা হাহাকার ধ্বনি শোনা গেল। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে অমল ও বিমল দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখলো যে একটা দীর্ঘকায় মহা স্থূল অজগর সাপ একটা শিশুকে মুখে নিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। আর তার পিছু পিছু ঐ শিশুর মা তারস্বরে চীৎকার করে বুক চাপড়ে চলেছে।

'উঁহু! লাঠি পেটা করলে ঐ শিশুকে ও মুখে পুরবে', অমল ও বিমল গ্রামবাসীকে সাবধান করে বললো, 'এছাড়া ঐ দানব তার লেজে জড়িয়ে প্রহারকদেরও নিঃপেশিত করবে। তোমরা কুড়ুল হাতে ঐ মন্থর গতি সাপের দুই ধারেতে দাঁড়াও। আমরা ওর গলার হাড় গুলি করে ভাঙবো। আর 'তোমরা গুলির আওয়াজ শোনামাত্র ওর দেহটার স্থানে স্থানে কুড়ুল বসাবে।'

অমল ও বিমল শিউরে উঠে ভাবে যে, কি কঠোর জীবন সংগ্রামী

ওরা। নিজেদের জীবিকার জন্য ওদের পরিশ্রম করতে তো হয়ই। উপরন্তু প্রকৃতির সঙ্গে, জীবজন্তুদের সঙ্গে এমনকি মানুষ-দস্যুদের সঙ্গেও ওদের লড়াই করে বাঁচতে হচ্ছে। সৌভাগ্য এই যে ওদের নিজেদের মধ্যে এখনও কোনও সংগ্রাম নেই।

যথাযথ পরিকল্পনা মত সেই দিন ঐ হতভাগ্য শিশুটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। এপারের এই সব ভয়াবহ ঘটনাগুলিতে অমল-বিমল কিছুটা ভীত হল তবে এই বিষয়ে কিছুটা ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা এখানে তারা পেয়েও গেল। গাঙ্গের এপারের গ্রামটার আশে-পাশেও সুন্দরবন। কিন্তু মূল সুন্দরবন ও তার জঙ্গল নদীর ওপারেতে রয়েছে। ঐখানেই এবার অমল ও বিমলকে যেতে হবে। এপার অপেক্ষা ওপারের ভয়াবহতা আরও বেশী হওয়াই সম্ভব। তবু তাদের এবার ঐ ওপারের জঙ্গলে পৌঁছুতেই হবে। হার্মাদ মানুষরা যদি ওপারে ঘাঁটি গাড়তে পারে, তাহলে তাদের পক্ষেই বা ঐ কাজ অসম্ভব হবে কেন? অমল ও বিমল একবার ইংরেজ পাদরী সাহেবের লেখাগুলি মনে মনে আওড়ে নিল।

'দেখ ভাইরা সব! একটা কথা তোমাদের বলে যাবো! তোমরা ইংরেজী জানলে ওই পাদরীর বই তোমাদের পড়তে দিতুম'। অমল ও বিমল গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এখানকার কঠোর জীবন সংগ্রামী গ্রামবাসীদের সম্বোধন করে বললো, 'গোহাড়গিল, ময়ূর ও বেজীরা সাপের পরম শত্রু। ওদের সাংখ্যাধিক্য সাপের সংখ্যা কমিয়ে জনগণের উপকার করে। কিন্তু এই বনে বাইরের মানুষ এসে চামড়া ও পেখমের লোভে ওদের হত্যা করে ওদের বংশলোপ ঘটাচ্ছে। এই জৈব ভার-সাম্যের অভাবের জন্য এখানে সাপের এতো উপদ্রব। তাছাড়া চামড়ার লোভে শিকারীরা বাঘ ও কুমীর শিকার করে তাদের পুরুষানুক্রমে হিংস্র করে তুলেছে। ওদের এসব কাজে তোমরা প্রতি-বন্ধক হও। জন্তুদের সঙ্গে সহ-অবস্থানের নীতিতে তোমাদের বিশ্বাসী

হতে হবে। খাঁড়ির জল ভাঁটার টানে নেমে যাবার সময় মৎস্যলোভী বাঘরা ঐ ফিরতিমুখী স্রোতের পিছু পিছু দৌড়ায় ও জলের মাছ থাবা দিয়ে ধরে মাটিতে পুঁততে পুঁততে এগোয়। এরপর তারা ফিরে এসে ঐ মাছগুলো মাটি হতে তুলে ভক্ষণ করে থাকে। কিন্তু তোমরা ঐ বাঘের পিছন পিছন গোপনে দৌড়ে ঐ বাঘেদের আহারের জন্য পোঁতা মাছ বাঘ ফেরবার আগেই চুরি করলে অভুক্ত বাঘরা তোমাদের গরু বাছুর মুখে তো তুলবেই। তাতেও বাধা পেলে ওরা মানুষ খেকোও হয়। তোমরা ভুলে যেও না যে ঘৃণায় ঘৃণা ও হিংসায় হিংসা আনে। তোমাদের প্রয়োজনে আমরা এখানে কয়েকটি জীবকে হত্যা করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ওই গাঙ্গের ওপারের জঙ্গলে পৌঁছে আমরা নিষ্প্রয়োজনে জন্তু নিধনের এমন কাজ নিশ্চয়ই করবো না। ওখানে আমরা শুধু হার্মাদ দস্যুদের সঙ্গেই লড়াই করতে যাচ্ছি। ওপারেতে আমরা বরং জীব-জন্তুদের সঙ্গে ভাব করে বন্ধুত্ব করবো। জন্তুদের কাজ জন্তুরা করুক। অন্যদিকে মানুষের কাজ মানুষ করুক। আমরা আরণ্যক মানুষদের উত্তর পুরুষ। তবু অরণ্যকে এখন আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মত ভালবাসি না'।

অমল ও বিমল আরও একটি রাত ঐ পাদরী সাহেবের তৈরী বাঙলোতে কাটিয়ে সকালে বড় গাঙ্গের ওপারে মূল জঙ্গলেতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। এপার থেকে বড় গাঙ্গের ওপারের বনরাজির ক্ষীণ রেখা দেখা যায়। সাগরের মত ঢেউ ওঠা বড় গাঙ্গের জল কেটে ওপারে পৌঁছুতে মোটর বোটেও এক ঘণ্টা লাগবে। ভরসা এই যে পূর্বের ব্যবস্থা মত মিলিটারী হেলিকপ্টার জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ে মধ্যে মধ্যে তাদের খোঁজ নেবে। হার্মাদদের কোনও ছাউনি দেখলে ওপর হতে তাদের ওরা তা জানাবে।

অমল ও বিমলের এবার বিদায় নেবার সময় হয়ে এল। তারা বুঝে সুঝে প্রতিটী দরকারী সামগ্রী বাক্সোবন্দী করলো, তারপর ওগুলি

স্থানীয় লোকদের সাহায্যে বহন করে নদীর ঘাটে এলো। এই নদীর ঘাটে তাদের মোটর বোটটী বাঁধা ছিল।

ঐ গ্রামের কুমারী মেয়েরা ও সিঁদুর পরা বৌ-এরা এসে অমল ও বিমলের মঙ্গলের জন্য প্রদীপ জ্বালালো। তারপর প্রদীপগুলি ছোট ছোট মোচার মত কলাগাছের ভেলায় সাজিয়ে জলের স্রোতে ভাসিয়ে দিল, শাঁক বাজালো।

এটি অবশ্য আজ পর্যন্ত প্রচলিত একটি প্রাচীন প্রথা। পূর্বে বাঙ্গালীরা নৌ-বাণিজ্যে দূরদেশে গেলে অকুল সমুদ্রে স্বামী-পুত্রের নিরাপত্তার জন্য তাদের মা, বোন ও বৌ-এরা ঐ ভাবে ভেলাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা জলেতে ভাসাতো। তাই আজও বাঙলার নারীরা পূর্ব-অভ্যাস মত তাদের পুণ্যিপুকুর ব্রততে ঐ ভাবেই জলেতে কলার ভেলা ভাষায়।

এদিকে গ্রামের পুরুষরা অমল ও বিমলকে বিদায় জানাতে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো—'আব্বা! আব্বা!' আব্বা!' গ্রামবাসীদের সকলেরই দুঃখ অমল ও বিমল আর কোনও দিনই ওপার হতে ফিরবে না। তাই ওদের সকলেরই চোখগুলো ততক্ষণে জলেতে ভরে গিয়েছে।

ঘর ঘর শব্দ করে ওদের মোটর লঞ্চ জলের স্রোত ভেদ করে এগিয়ে চললো। অমল ইঞ্জিনের ঘরেতে বসে সেটা বুঝেসুজে চালাচ্ছে। ওদিকে বিমল ঐ বোটের স্টীলের হাল শক্ত করে ধরে বসে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই একটা কালো মেঘ বাতাসের তাড়নায় তাদের মাথার ওপর এসে দাঁড়ালে ওটা হতে ক্ষণিকের মধ্যেই ঝুপ ঝুপ করে বিরাম হীন বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

ঝড়ের দাপটে ও ঢেউয়ের দৌরাত্মে মোটরবোট টলমল করতে লাগল। বৃষ্টির মুষলধারায় সুমুখের কোন কিছুই দেখা যায় না। মাঝ গাঙ্গে এসে স্রোতের তোড়ে ঐ ছোট মোটর বোট ঘুরপাক খেতে লাগলো। ওটা ডুবলে তাদেরও ডুবতে হবে। কারণ এখানে থেকে সাঁতরে তীরে ওঠা অসম্ভব। ঐ গাঙ্গের জলে পড়লে হাঙ্গর ও শুশুকরা

মানুষকে কখনও রেহাই দেবে না! সাবধানে ও বহুকষ্টে আধ ঘণ্টা পরে তারা তীরের কাছাকাছি এসে পৌঁছালো। কিন্তু তখনও সমুখে ঘন কালো ধুসর রেখা এবং তার ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। মুষল বৃষ্টিধারার আবছায়াতে তারা এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তাদের মোটর বোটের শব্দ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। এখুনি যে তাদের একটা ছোট খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করতে হবে তা তাদের পরিকল্পনার বাইরে ছিল। তারা অবাক হয়ে দেখল একটা স্পীড বোট তাদের আগে তীরে গিয়ে ভিড়েছে। হুজন বিদেশী শ্বেতকায় লোক ঐ স্পীড বোটের রশি টেনে পাড়ে একটা উঁচু টিবির দিকে এগুচ্ছে। ওদের একজনের হাতে একটা হাতুড়ি আর লোহার একটা গোঁজ। এছাড়া উভয়ের কাঁধে শ্লিঙে বাঁধা হুটো স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। অবশ্য তাদের একমাত্র ভরসা এই যে উভয় পক্ষই সংখ্যাতে মাত্র হু'জন। তবে ওরা ডাঙ্গাতে উন্মুক্ত স্থানে রয়েছে। কিন্তু অমল ও বিমল হু'ভাই তাদের বোটের বুলেট প্রুফ কাঁচের জানালার আড়ালে রয়েছে। তবে ওদের দলের অন্য লোকেরা ঘাপটি মেরে কাছাকাছি অপেক্ষা করতে পারে। উভয় পক্ষের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজে তারা সদলে এখানে উপস্থিত হলেই মহা বিপদ।

হু'ভাই তাদের রাইফেল হুটো লোড করে জানালার বুলেট প্রুফ কাঁচ কিছুটা উপরে উঠিয়ে তারই ফাঁকে রাইফেল হুটো ঢুকিয়ে ওদের দিকে তাক করে রইল। হু'ভাই-এর কোন এক জনের গুলি ফসকালেই ওদের স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিতে তাদের নরম নরম দেহ হুটো শতছিদ্র হয়ে যাবে। তাই হু'ভাই গুলি ছোঁড়ার আগে একটুক্ষণ থেমে আরও সাবধান হবার বিষয় ভাবতে লাগল। হঠাৎ তারা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তাদের রাইফেল নামিয়ে নিল। ওদিকে সম্মুখের লম্বা উঁচু টিবিটার উপর ওদের একজন লোহার গোঁজটার সুচালো মুখটা রেখেছে। উদ্দেশ্য এই যে ওখানে গোঁজ

পুঁতে তাদের বোটের কাছিটা তাতে বাঁধবে। কারণ দুর্দান্ত ঝড়ে ওদের বোটটা দূরে চলে যাবার সম্ভাবনা। ওই গোঁজের উপর সজোরে হাতুড়ী ঠোকামাত্র সমগ্র ঢিবিটা লাফিয়ে উঠে একরাশ ভিজে মাটি উপরে তুলে দুই পাশে ছড়িয়ে দিলো। ওরে বাপস! কি বিরাট এক ভৌতিক কাণ্ড! এমন ভাবে মাটির ফোয়ারা ওঠার দৃশ্য তারা কখনও দেখেনি।

আসলে ওটা ছিল কাদা মাটি মাখা সুন্দরবনের প্রকাণ্ড একটা কুমীর। কুমীরটার পিঠে ততক্ষণে গোঁজটা বসে গিয়েছে। হার্মাদ দস্যুরা ভয় পেয়ে দৌড়ে তাদের বোটের কাছে এল। এমন সময় অমল ও বিমলকে অপর একটা বোটের মধ্যে দেখে তারা দুজনে রেগে খাপ্পা। ততক্ষণে বৃষ্টির স্থূল ধারা থেমে গেছে। এই সুযোগে তারা দু'ভাইকে স্পষ্ট দেখতে পেল। ওদের একজন তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল তাদের দিকে তাক্ করলো। অমল ও বিমল বুঝলো যে এবার তাদের দেহ দুটো ও সেই সাথে তাদের মোটর বোট শতছিদ্র হয়ে যাবে! কারণ ওই ধরণের রাইফেলের গুলি ওদের বুলেট প্রুফ কাঁচও আটকাতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বর যাদের রক্ষা করে তাদের কাউকে মারা সম্ভব নয়। হঠাৎ ওই বিরাট কুমীরটা হার্মাদদের একজনকে লেজের ঝাপটাতে ফেলে দিলো ও সেই সাথে ওই জীবটা বিরাট হাঁ করে অন্য জনকে গিলে ফেললো। এই সুযোগে বিমল রাইফেল তাক করে গুলি ছুঁড়লো। তাতে যে হার্মাদটা কুমীরের লেজের ঝাপটা খেয়ে মাটিতে পড়েছিল তার দেহটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে তাকে পুরোপুরি নীরব করে দিল। কিন্তু ওদিকে কুমীরটা আর নড়তে পারছে না। পিঠে তার তখনও ওই লোহার গোঁজটা বসানো রয়েছে।

'ওরে ভাই বিমল', অমল তার ভাইকে ডেকে বললো, 'ওই রাক্ষসটা তো হাঁ করে ওখানেই পড়ে রইলো। এখন আমরা নামবো কি করে? ওটা আমাদের মারা সেই কুমীরটার কোনও

ভাই-টাই হলে আমাদের বিপদ হতে পারে। এখানে নামলে হয়তো ওই সাহেবটার মত আমাদেরও কাউকে ওটা ওর জালার মত মুখে পুরে দেবে'। 'ভয় পাসনে অমল', বিমল তার ভাই অমলের এই মন্তব্যের উত্তরে বললো, 'জন্তরাও ওদের শত্রু ও মিত্র বুঝতে পারে। আরে! ওই দেখ। কুমীরটার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ওর পিঠের ওই গোঁজটা ওকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাই সাহায্যের জন্য ওটা ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে'।

উভয়ে এবার পরামর্শ করে তাদের বোটে ফিরে গেল। পরে তারা একটা হাড় জোড়া লোশনের বোতল হাতে তীরে নামলো। তারপর সাবধানে কুমীরটার কাছে গিয়ে ওই গোঁজাটা কুমীরের পিঠ থেকে উপড়ে বের করে নিল। শুধু তাই না। তারা কাটা জোড়া ঔষধটাও একটু তার পিঠের ক্ষতের উপর ঢেলে দিল। ওই বিরাট কুমীরটা আবার একটু আরাম পেয়ে লেজ নাড়তে আরম্ভ করেছে।

জন্তরাও পরস্পরকে কখনও কখনও ভালবাসে। মানুষও তো একপ্রকার জন্তু। পাখীরা তো হিংস্র জন্তুদের একটা খাদ্য। কিন্তু ওই পাখী কুমীরের হাঁ'এর মধ্যে ঢুকে কীট ধরে খায়। এতে কুমীররা হয় কীট মুক্ত ও পাখীরা হয় ক্ষুধা মুক্ত। ওই সময় কেউ কারও ক্ষতি করে না। পারস্পরিক সহায়তা ও সহ-অবস্থানের মূল্য ওরাও বোঝে। এই ভালবাসার জন্য সার্কাসের লোকেরা নির্ভয়ে তাদের পোষা বাঘ ও সিংহের মুখের মধ্যে নিজেদের মাথা ঢোকাতে সাহসী হয়। এজন্য বৌদ্ধ মঠগুলিতে পাখীরা মানুষের নাগালের মধ্যে নির্ভয়ে আসে। পুরী শহরে বাঁদররা ভীত হলে মন্দিরে আশ্রয় নেয়। কারণ তারা জানে ও বোঝে যে ওখানে তাদের ক্ষতি করবার কেউ নেই। পুরানো বাড়ীগুলিতে মানুষ পুরুষানুক্রমে বাস্তু সাপের সঙ্গে নির্ভয়ে বাস করে। বাস্তু সাপ নিধনে ধর্মীয় বাধা আছে। একথা যেন ওই সাপরা পর্যন্ত বোঝে। তাই তারা বাড়ীর লোককে

কখনও দংশন করে না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে 'ইনস্‌টিউট্' বা সহজাত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি বলা হয়।

দু'ভাই এতক্ষণে নির্ভয় হয়ে কুমীরটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করে দিল। তারা তাদের পিঠেতে ঝোলানো কিটস্ ব্যাগ হতে আরও একটা ওষুধ বের করে সেটা ঘন করে কুমীরটার ক্ষতস্থানে লেপে দিল ও তার পর একটা ওয়াটার প্রুফ স্টিকীন প্ল্যাস্টার সাইজ করে কেটে ক্ষতের ওপর এঁটে দিল। আশ্চর্য এই যে ওই হিংস্র বিরাট কুমীরটা তাদের এরূপ সেবাশুশ্রূষা গ্রহণে কুণ্ঠা বা দ্বিধা করল না।

এতক্ষণে কুমীর জন্তুটার সঙ্গে দু'ভায়ের কিছুটা ভাব হয়ে গিয়েছে। তবু ওই সব হিংস্র জন্তুদের বিশ্বাস করা বাতুলতা। ওরা কুমীর হতে একটু দূরেতেই দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে ওই কুমীরটা হেলে দুলে উভয়েরই মাঝখানে এল। অমল দূরে পালাতে গিয়ে পা পিছলে কুমীরটারই পিঠেতে উল্টে পড়লো। বিমল এতে ভয় পেয়ে তার রাইফেল জন্তুটার দিকে তাক করলো। জন্তুটা কিন্তু একটুখানিও না নড়ে নির্ভয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। ততক্ষণে অমল উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে নিরাপদ দূরত্বে এলো। বিমল এবার নিশ্চিত হয়ে তার রাইফেলটা নামিয়ে নিল।

এবার সাহস পেয়ে ওদের এক ভাই সাবধানে কুমীরের মাথার উপর বসলো ও অন্য ভাই কুমীরের লেজের উপর দাঁড়ালো। কিন্তু এতে ওই কুমীরের কোন আপত্তি বোঝা গেল না। বরং কুমীরটা ওদের নিয়ে ডাঙ্গার উপরই কিছুক্ষণ ঘুরে জলের কিনারাতে এসে থামলো।

'বাঃ বাঃ! এতো বেশ মজা', অমল এবার নিশ্চিত হয়ে বিমলকে বললো, 'এটাকে ধরে শহরে এনে বেশ একটা সার্কাসের দল খুললে হয়। কিন্তু এত বড় জন্তুটাকে বোটেতে তুলবো কি

করে? আর কুমীরটাই বা রাজী হয়ে বোটে উঠবে কেন? যাক। ওসব কথা এখন থাক।

কুমীরটা এবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে আগেই একজন হার্মাদকে গলধঃকরণ করেছিল। এবার সে অন্য হার্মাদের মৃতদেহটা মুখে করে গাঙ্গের জলে নেমে গেল। কিন্তু জন্তুটার মধ্যে অমল বা বিমলের কোনও ক্ষতি করার এতটুকুও ইচ্ছা দেখা গেল না। এবার দু'ভাই মিলে ওই মোটর বোট দুটো কাছি দিয়ে বেঁধে তীরের দিকে টেনে আনলো। তারপর দুটো গোঁজ মাটির উপর পুঁতে ওই কাছি দুটোর অন্য মুখ ওই গোঁজ দুটোতে বেঁধে দিল। সব কিছু করণীয় কাজ এবার তাদের সারা হয়েছে। কিন্তু সুমুখের পাড়ের ওই উঁচু জমিটা দেখে তারা অবাক। প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু খাড়া পাড়। নরম মাটি বেয়ে উপরে উঠা অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে মূল ভূ-খণ্ডের উপরকার একটা বট গাছের ডাল নীচের ওই খাদের উপর পর্যন্ত এসেছে। ওই গাছের ডাল হতে মাত্র একটা ঝুরির গোছা নীচের দিকে নেমে হাওয়াতে দুলছে।

বিমল ও অমল দুজনে ভাবছিল যে তারা ওই ঝুরির গোছা মুঠি করে ধরে ওটা বেয়ে ওই গাছের ডালেতে উঠবে। তারপর তারা ওই ডালের উপর দিয়ে ওপারে এসে গুঁড়ি ধরে নেমে আসবে। ইতিমধ্যে সেখানে অভাবনীয়ভাবে অন্য একটা দারুণ কাণ্ড ঘটে গেল। আকাশের উপরে হার্মাদের খোঁজে ভারতীয় আর্মির হেলিকপ্টার ঘুরছিল। নীচে জলের উপর ওর আরোহীরা হার্মাদের চিহ্ন আঁকা স্পিড বোট 'স্পষ্ট আউট' করে ওখানে বেঁধে রাখা দুটো বোটের উপরই বোমা ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে দুটো বোটই জলের তলাতে তলিয়ে গেল। এটা যে 'সেম-সাইড' আক্রমণ তা ওই হেলিকপ্টারের জঙ্গী আরোহীরা বুঝতে পারেনি। সৌভাগ্যক্রমে দুটি মাত্র ছোট স্প্লিণ্টার আলতো ভাবে বিমলের গামবুটে ও অমলের হেলমেটের কানাতে লেগে গড়িয়ে পড়লো।

বিপদ-আপদ প্রায়ই একা আসে না। ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে নদীতে খুব বানও এসেছে। সোঁ-সোঁ করে বানের তোড়ে জল ক্রমশঃই বাড়তে লাগল। এই স্রোতের মধ্যে সাঁতার কাটাও সম্ভব নয়। ওদিকে তাদের আশ্রয়স্থল মোটর বোট দুটিরও ভরাডুবি ঘটেছে। জল বেড়ে এবার তাদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ একটা বিরাট কুমীর সেখানে ভেসে উঠলো। ওই কুমীরটাকে চিনতে তাদের একটুকুও অসুবিধে হল না। তারা গত্যন্তর না দেখে ওই কুমীরেরই পিঠে উঠে দাঁড়ালো। ওখানে জল বাড়ার সঙ্গে কুমীরও জলে ভাসে। এই সুযোগে প্রথমে অমল ও তারপর বিমলও গাছের ঝুরি ধরে নীচে ঝুলে পড়লো। এরপর তারা একে একে ওই ঝুরির গোছা বেয়ে ওই গাছের ডালটাতে উঠে বসলো। কুমীরটাকে বেশী বিশ্বাস করা তারা উচিত মনে করল না। ওদের 'মেমরী' তথা স্মরণ-শক্তি সাধারণতঃ ক্ষণস্থায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। পূর্ব উপকার মানুষই ভুলে যায়। ওরা তো হিংস্র জন্তু।

এবার তাদের অন্য এক ভাবনা। তাদের ঠাকুরমা প্রায়ই বলতেন যে ডানপিঠের মরণ মগ ডালেতে। এবার নিরুপায় হয়ে তাদের সেই গাছের ওই মগ ডালেতেই উঠতে হবে। নীচে সেই কুমীরটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জলে নামলো। ওটার সঙ্গে ওই দু'ভায়ের প্রয়োজন হলে হয়তো দেখা হবে।

এবার দু'ভাই ধীরে ধীরে পা চেপে চেপে ওই পিচ্ছল বৃক্ষশাখার উপর দিয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে এলো। তারা দেখল যে একটা মোটা ঝুরি ওই ডালকে পাকে পাকে জড়িয়ে মাটির কিছুটা উপরে ঝুলছে। এই ভাবেই ওই সব মোটা ঝুরি মাটিতে পৌছিয়ে বট গাছের নতুন কাণ্ড তথা গুঁড়ি তৈরী করে। তারা দুজন ওই কাদা ধুলা মাখা ঝুরি ধরে নীচে নামতে সুরু করল। এমন সময় তাদের দুজনকে অবাক করে ওই ঝুরি তাদের দুজনকে উপরের দিকে

তুলতে শুরু করলো। এতো এক অকল্পনীয় অত্যদ্ভুত আর এক ভৌতিক কাণ্ড। এই সর্বপ্রথম তারা অনুভব করলো যে ওই মোটা ঝুরি মাংসের মতন নরম। সৌভাগ্য এই যে তারা দুজনেই প্রায় ভূমির কাছাকাছি পৌঁছিয়ে গিয়েছে। বেগতিক বুঝে উভয়েই এক সঙ্গে লাফিয়ে নীচে নেমে উপরের দিকে চেয়ে দেখলো যে ঝুরিটা এবার বেগে উপরে উঠে গাছের ডালটাকে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধছে। সভয়ে উভয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'ওরে বাপস্ রে বাপস্! ওটা একটা ধুলো মাখা ময়াল সাপ।' তাদের সৌভাগ্য এই যে ওই সাপটা একটা বাচ্চা হরিণ গিলে সবেমাত্র ওই গাছেতে আশ্রয় নিয়েছিল।

'দেখ বিমল!' এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে অমল তার ভাই বিমলকে বললো,' 'ওই সাপটার ব্যবহারটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু ওই কুমীরের ব্যবহারটা খুবই অদ্ভুত। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ওদের মগজে বুদ্ধি না থাকলেও ইনস্‌টিঙট্ তথা একটা সহজাত প্রবণতা আছে। ওর সাহায্যে ওরা কে শত্রু আর কে মিত্র তা বুঝতে পারে। এজন্য তাদের ব্যবহারেরও তারতম্য ঘটে। এটা ওদের একটা পাশবিক অভ্যাস। ভয় না পেলে অন্য মানুষও ওদের পিঠে চড়ে ঘুরতে পারবে। কিন্তু হার্মাদরা যদি এর মধ্যে এপারেতে জন্তু শিকারে মত্ত হয়ে থাকে তাহলে এপারের জীবজন্তুরাও ওপারে জীব-জন্তুদের মত হিংস্র হয়ে উঠবে।

নিরাপদে ডাঙ্গাতে উঠে অমল ও বিমল নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তাদের মোটর বোটটা ওই ভাবে ডুবে যাওয়াতে একটি অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে ছিল। ওই বোট হতে রেডিও ট্রান্সমিটার যন্ত্রটি তারা আনতে পারেনি। মেইন ল্যাণ্ডের মিলিটারী ক্যাম্পের সঙ্গে তারা এজন্য যোগাযোগ রক্ষা করতে অক্ষম হবে। তবে প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্য তারা তাদের কাঁধে ঝোলানো কিটস্ ব্যাগে

পুরে এনেছিল। অটোমেটিক রাইফেল দুটোও তাদের কাঁধে ঝোলানো রয়েছে।

'আরে ভাই অমল, ওই দেখ, ওপারেতে কিছু বোধ হয় ঘটলো,' বিমল তার বায়নাকুলার বের করে সেটা চোখে লাগিয়ে বললো, 'হার্মাদ দস্যুরা ওপারের গ্রামটা আক্রমণ করলো। ওপারের জলেতে প্রায় ষোলোটা স্পিড বোট ছুটছে। তাছাড়া ওপারে আগুনের রাঙা রঙ ও কালো ধোঁয়াও দেখা যাচ্ছে। তবে ওদের গ্রামের কয় মাইলের মধ্যেই আমাদের আর্মী ক্যাম্প। তারা নিশ্চয়ই এখুনি খবর পেয়ে ওই গ্রামের লোকদের উদ্ধার করবে।

কিছুক্ষণ দু'ভাই ওপারের অবস্থা ক্ষুণ্ণ মনে উপলব্ধি করলো। এপার থেকে ওদের সাহায্য করা প্রশ্নাতীত। তারা এখানে আর দেরী না করে নিজেদের কর্তব্য কাজ করতে ওই বনের গভীরে ঢুকে পড়লো। ওপারের চিন্তা ত্যাগ করে তাদের এবার এপারের করণীয় কাজ করতে হবে।

বিমল ও অমল এবার যে দিকেই চায় সেই দিকেই দেখে বিরাট বিরাট গাছ ও তার নীচে মসীঘন কাঁটা-বন-ঝোপ। ভারতের অন্যান্য স্থানেও বড় বড় বন আছে। কিন্তু সেখানকার বড় বড় গাছগুলোর তলা ফাঁকা থাকে। সেখানে ঘোরাফেরার খুব অসুবিধা নেই। কিন্তু এই সুন্দরবনের মাটি স্যাঁতসেঁতে ও কাদায় ভরা। জঙ্গলের মধ্যে একটা সংকীর্ণ পথও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দিনের বেলাতেও সেখানে টর্চ জ্বালানো ছাড়া উপায় নেই। অতি কষ্টে তারা জন্তুদের চলার মত একটা সরু পথের হদিস পেলো। টর্চের সাহায্যে ওখানকার অন্ধকার ঠেলে তারা এগুতে লাগলো। অতি কষ্টে তারা একটা উন্মুক্ত স্থানের সন্ধান পেলো। কিন্তু তারপরেই তারা দেখলো যে তাদের চলার পথে বাধাস্বরূপ একটা খাঁড়ী। তোড়ে সেই খাঁড়ী বেয়ে জল ছুটছে।

হঠাৎ গাছগুলোর উপর হতে একদল পাখী কিচির মিচির করে

উঠলো। মানুষের মত কোনও জন্তু তারা এর আগে দেখেনি। একদল চিতোল হরিণ জঙ্গল হতে বেরিয়ে ওই নালার ধারে এসে পৌঁছিয়েছে। ছু'একটা অচেনা সাপও কিলবিল করে এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। হঠাৎ কয়েকটা বাঁদরকে গাছের উপর লাফালাফি করতে দেখে তুজনেই অবাক। যে কোনও মুহূর্তে কোনও বাঘের দর্শন পাওয়াও অসম্ভব নয়। এখন তাদের ওই খাঁড়ী পার হয়ে বনের মূল ভূখণ্ডে ঢুকতে হবে। এই নদী সাঁতরে পার হওয়ার একমাত্র অর্থ কুমীর বা হাঙ্গরের উদরে প্রবেশ করা। সকল কুমীরই তাদের সেই বন্ধু কুমীরের মত তাদের প্রতি অত সদয় হবে না।

এই সময় তারা দেখলো যে একটা বাঁদর এক কাঁদী কলা তু'হাতে ধরে একটা ঝোপের উপর দিয়ে লাফ মেরে একটা গাছে উঠলো। তাহলে নিকটেই একটা বাগান আছে। ওইখানে কিছু কিছু পুরানো পাতলা ইটও তাদের চোখে পড়লো। বাগানের ধারে কয়েকটা ভাঙা ইটের দালানও রয়েছে। তুই বন্ধুতে এবার ওই কলাবাগান পেরিয়ে ওই গাঙ্গের ধারে এসে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালো। সারি সারি কয়েকটা নৌকো ও ময়ুরপঙ্খি জাহাজ উল্টে পড়ে রয়েছে। তারা বুঝতে পারল এক কালে এখানে একটা বন্দর ছিল। এবার তারা তাদের কিটস্ ব্যাগ হতে ছুরি বের করে তুটো কলা গাছের গুঁড়ি কেটে ফেললো। তারপর পুরানো কয়েকটা লোহার ভাঙা রড্ নৌকোগুলো হতে বের করে তারা কলার গাছগুলো ফুঁড়ে একটা ভেলা তৈরী করলো। ওখানে একটা বাঁশবনও দেখা গেল। ত্বরিত গতিতে একটা সরু বাঁশ কেটে একটা লগীও তারা তৈরী করে নিল। যে করেই হোক দিনের আলো থাকতে থাকতে তাদের বনের মূল ভূ-খণ্ডে পৌঁছুতে হবে। ভেলা জলে ভাসিয়ে লগী ঠেলে আধ ঘন্টার মধ্যে তারা ওই খাঁড়ীর ওপারে এসে পৌঁছুলো।

এবার তাদের আরও অবাক হবার পালা। দূরে একটা উঁচু মিনার ও কয়েকটা মন্দির দেখা গেল। একটু এগুনো মাত্র তারা দেখতে পেল কয়েকটা সারিবন্দী ভগ্নপ্রায় কোঠা দালান বাড়ী। কিছু কিছু বাঁধানো জল নিকাশী নর্দমা ও ইঁটের রাজপথ। সান বাঁধানো ওই কয়েকটা বড়ো বড়ো জল ভরা পুকুর। ওগুলো বন বাদাড়ে ভরা ও গাছ গাছড়াতে ঢাকা। সমুখেই চতুর্দিকে পাথরে গোড়া বাঁধানো একটা বিরাট বটগাছ। ওই বাঁধানো বেদীর উপর গোটা দুই কষ্টি পাথরের তৈরী শিবলিঙ্গ বসানো রয়েছে। অমল ও বিমল ভাবলো ওই ডালপালা-মেলা গাছটিতে উঠে চারদিক একবার ভালো করে দেখে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

দুই ভাই পরামর্শ করে এবার পুরানো একটা বাড়ী থেকে কিছু ভাঙা কাঠ সংগ্রহ করে আনলো। তাদের পিঠেতে তখনও দ্রব্যাদি বোঝাই কিটস্ ব্যাগ। পায়ে তাদের চামড়ার হাঁটু ঢাকা গাম বুট। তারা এবার ভয়মুক্ত হয়ে ওই কিটস্ ব্যাগ দুটো ওই গাছের তলাতে বাঁধানো বেদীর উপর রাখলো। গাম বুট পরে গাছে ওঠা অসুবিধা। তারা গাছের উঁচু ডালে মাচা বেঁধে রাত্রিটা কাটাবে। শুধু তাদের শ্লিঙে বাঁধা রাইফেল দুটো কাঁধে ঝোলানো রইলো। ওদের একজন গাছে উঠে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিলে অন্যজন তাতে এক একটা লম্বা কাঠের তক্তা বেঁধে দিল। এইভাবে তারা গাছের দুটো ডালের উপর শোবার মত একটা মাচান তৈরী করে ফেললো। রাত্রে আত্মরক্ষার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। কারণ হিংস্র জন্তুরা রাত্রিতেই বের হয়। উপরন্তু তারা রাত্রিতেই হিংস্র হয়ে ওঠে। এবার তারা কিটস্ ব্যাগ হতে দুটো রুটি ও দু' গ্লাস জল বের করলো। উপরে উঠে ঘড়ি দেখে তারা বুঝলো তখন বেলা চারটে বেজেছে।

হঠাৎ তাদের নজরে পড়লো সমুখের একটা সান বাঁধানো জলভরা পুকুরের দিকে। ওই পুকুরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা বিরাট বাঘ

জল পান করছে। বিমল সভয়ে ওই জন্তুটার দিকে রাইফেল তুলে তাক করলো।

'না না। অমন কাজ করো না,' অমল তাড়াতাড়ি ওই রাইফেলটা জোর করে সরিয়ে দিয়ে বিমলকে বললো, 'মানুষ ওদের স্বাভাবিক খাদ্য নয়। তাই মানুষকে ওরা উপেক্ষা করে এড়িয়ে যায়। কিন্তু ওরা যদি বোঝে যে মানুষ ওদের শত্রু তাহলে কিন্তু রক্ষা নেই। গুলি খেয়ে না মরা বাঘরাই স্বভাবতঃ ম্যান ইটার তথা মানুষ খেকো হয়। কুমীরকে যদি বশ করা যায় তাহলে বাঘকে বশ করা আরও সহজ। তবে সাধ করে ওদের সঙ্গে ভাব না করাই ভালো।

এইবার ওই বিরাট হলদে রঙের ডোরাকাটা জন্তুটা উপরে উঠে এসে একটা ডাক ছাড়লো ও তার পর গাছের ডালের দিকে চেয়ে অমল ও বিমলকে দেখলো। এবার ওদের ছ'জনারই ভয় যে ওটা ওপর দিকে না লাফ মারে। কিন্তু—ওই বাঘটাও অমল ও বিমলকে দেখে কম অবাক হয় নি। সে মানুষের মতন কোনও দ্বিপদ জন্তু এর আগে দেখে নি। সে এবার রাজকীয় চালেতে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকলো।

ওরে বাবা। ওটা আবার কি। অমল দূরের একটা ভাঙ্গা কোটা বাড়ীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, এটা বোধ হয় বাঘ ভাঙা। বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গা ও জলাশয় পেলে ওরা সেখানে আসে। ওই দেখ ওটাও একটা নিশ্চই বাঘ। নাঃ রাত্রে এখানে ঘুমানো টুমানো সম্ভব হবে না।

উভয়ে এবার তাদের রাইফেলে ফিট্ করা বাইনাকুলারে চোখ রাখলো। একটু দূরেই একটা দ্বিতল ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা। একতলার ঘরেতে রাখা একটা শাল কাঠের পুরু চওড়া তক্তপোষ। ওটা ভাঙা জানালার মধ্যদিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। কোনও এক গৃহস্থ দম্পতির ওইটা নিশ্চয় শয়নকক্ষ ছিল। একটা বিরাটাকার

বাঘ ওই ঘরেতে রাখা তক্তপোষের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আরামে লেজ নাড়ছে।

'আচ্ছা? বিমল। একটা বিষয় আমি বারবার ভাবি', অমল একটু ভেবে তার ভাই বিমলকে বললো. 'এই সাপ ও বাঘ এতো সুন্দর। তা সত্ত্বেও এরা এতো হিংস্র ও ভীতিপ্রদ কেন'? এইটে আমি অনেক ভেবেও বুঝতে পারি নি।

'তুই এদের ভুল বুঝেছিস বিমল! এর মধ্যে অন্য একটা তত্ত্ব আছে', অমল বিমলকে আশ্বস্ত করে তার ওই প্রশ্নের উত্তরে বললো, 'ঈশ্বর পৃথিবীতে নিরাবিল অনুপোকারার্থে কোনও কিছুই সৃষ্টি করেনি। ভুলে যাস নি যে ওই সাপের বিষ হতেই অমৃত তৈরী হয়। ওই বিষের নির্যাস থেকে অনেক উপকারী ঔষধাদি তৈরী হয়। বাঘের চর্বি থেকেও অব্যর্থ ঔষধ তৈরীর বিষয়ও শুনা গিয়েছে। ওদের ওই চামড়াতে এককালে বন্য মানুষ শীত নিবারণ'ও করেছে। এই যুগে ওই মূল্যবান দ্রব্য আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ আনছে। ওদের মরণেও ওদের মূল্য বাড়ে বই কমে না।

এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীটা যতই দেখে ততোই অমল ও বিমলের হার্মাদদের উপর রাগ বাড়ে। ওদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও অমানুষিক অত্যাচারেই এই ভূখণ্ড জনশূন্য হয়েছে। আবার তাদেরই উত্তর পুরুষদের একটা দল এই ভূখণ্ডে আস্থানা গেড়েছে। উদ্দেশ্য তাদের যাই হোক না কেন? তারা তাদের পূর্বপুরুষদের বোম্বেটে স্বভাব আজও ত্যাগ করে নি। তাই মধ্যে মধ্যে ওরা বড় গাঙ্গের ওপারে গিয়ে সেখানকার গরীব লোকদের উপর অত্যাচার করে।

একটা দারুন ক্রোধ ও বিতৃষ্ণা মনেতে রেখে উভয় ভ্রাতা এবার ওই মাচানের উপর শুয়ে পড়লো। কিন্তু—ওইরূপ এক ভয়ঙ্কর স্থানে ঘুমানো সহজ নয়। একদিন এখানে অরণ্য কেটে নগর বসানো হয়েছিল। সেই নগরকে এবার অরণ্যে গিলে ফেলেছে।

নগর ও অরণ্যকে তুলনা করার এখানে একটা মহা সুযোগ। তাদের মনে পড়ছিল এক প্রখ্যাত বাঙালী কবির বিখ্যাত একটা কবিতার কয়েকটি ছত্র। 'লহ এই নগর তোমার। দাও ফিরায়ে অরণ্য আমার'। এই কবিতাটি যে কতো অর্থহীন তা ওই দুই ভাই এইবার ভালো করে উপলব্ধি করতে পারে। ঘুমাতে না পারলেও একটু তন্দ্রা তাদের এসেছিল। হঠাৎ একটা বিভৎস উচ্চৈঃস্বর বা ঐক্যতান শুনে তারা উঠে বসলো।

দিবভাগের শান্ত নিঃস্তব্ধ পরিবেশ রাত্রে এই অরণ্যে ব্যাহত। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ধ্বংস কার্য্য শুরু হয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে ব্যাঘ্রের গর্জন ও হরিণের দাপাদাপি ও আর্তনাদ এবং পাখীর পাখা ঝাপটানীর ভয়াতুর শব্দ। ব্যাঘ্রের দংশনে আহত হরিণ মৃত্যুর আগে অস্ফুট শব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কোথায় বৃক্ষ শাখাতে একটা অজগর সর্প জেগে উঠে পাখীর বাসাতে হানা দিয়েছে। ঘুমন্ত পক্ষীরা জেগে উঠে কিচির-মিচির শব্দ তুলেছে। ওই পাখীদের একটিকে মুখে করে ওই সর্প এবার নীচে নামছে। ওদিকে পেচক-কুল না ঘুমিয়ে তাদের শিকার ধরতে মহা ব্যস্ত। একটা খরগোস এক শিয়ালের মুখের মধ্য থেকে শেষ বারের মত কুঁ কুঁ করে উঠলো। এরই মধ্যে একটা গখুরা সাপ এক ব্যাঙকে মুখেতে পুরেছে। ওই ব্যাঙ শেষ বারের মত ডেকে উঠে ওই সাপের মুখেতে ঢুকে গেল! ওদিকে একটা ভোঁদড় পুকুর হতে একটা বড় মাছ মুখে করে উপরে উঠে এসেছে। ওই মাছের লেজের ঝাপটানীর শব্দ দূর হতেও শুনা যায়।

চতুর্দিকে শুধু চিঁ চিঁ কোঁ কোঁ ও ওঁ ওঁ শব্দ। সেই সাথে সাপের হিস্ হিস্ ও ব্যাঘ্রের গর্জনের শব্দ। ওই সাথে পলায়নপর হরিণের খুরের শব্দও শুনা যেতে থাকে। থেকে থেকে শিয়ালের দলও ডেকে উঠছে। কিন্তু উপরের তারকাখচিত আকাশ এবিষয়ে নির্বিকার। নক্ষত্রগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অসংখ্য জোনাকী গাছের ডালে ডালে ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে উত্তাপহীন আলোক বিতরণ করছে। চাঁদের

আলোর রশ্মিতে ঝোপের মধ্যে ওৎ পেতে থাকা জন্তুগুলোর চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে। অরণ্যের এই রাত্রিকালীন বিরাট ভয়ঙ্করতা অমল ও বিমলকে নীরব ও নিশ্চুপ করে দিয়েছে।

ভোরের আলোক জাগার সঙ্গে সঙ্গে ওই অরণ্য ভূমি ঘুমিয়ে পড়লো। হিংস্র জন্তুরা এবার তাদের গোপন স্থানেতে আত্মগোপন করেছে। কদাচিৎ কয়েকটি বাঘ জল খেতে বাঘ ডাঙ্গাতে কিছুক্ষণ ঘুরে যায় মাত্র। এই সুযোগে হরিণের দল নির্ভয়ে ওই অরণ্যে লাফালাফি করে। ময়ূরের দল গাছের ডালে ডালে প্রকাশ্যে পুচ্ছ ঝুলিয়ে বসে থাকে। পাখীরা কলরব করে এ ডাল হতে ও ডালে বসছে।

এবার একটা হেলিকেপ্টারের পাখার আওয়াজ শুনে বিমল ও অমল উপর দিকে তাকালো। ওদের টেলিসকোপে চোখ রেখে তারা 'চিহ্ন' হতে বুঝলো যে ওই উড়োজাহাজটি তাদেরই গর্ভমেণ্টের। ওরা অমল ও বিমলের আশ্রয়স্থলটি পূর্ব ব্যবস্থা মত স্পট্-আউট করতে চেষ্টা করছে। সেবার ভুল করে এই বিমানটিই হার্মাদের বোটের সঙ্গে তাদের বোটটাও ডুবিয়ে দিয়ে ছিল। তারা বৈমানিকদের সঙ্কেত পাঠাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ওই বৈমানিকদের দৃষ্টি গাছের আড়াল ভেদ করতে পারলো না। বিমানটি কিন্তু কিছু দূর এগিয়ে যাওয়া মাত্র বিপদে পড়লো। কয়েকবার ঠাঙ্ ঠাঙ্ গুলির আওয়াজ শুনা গেল তার পরই দেখা গেল ওই বিমানখানি ঘুরপাক খেতে খেতে কিছুটা নেমে গোঁত্তা খেয়ে নীচে পড়ে গেল। এত দূর হতেও অমল বিমল একটা ধাতব দ্রব্যের পতনের বিরাট আওয়াজ শুনে বুঝলো যে অব্যর্থ গুলিতে ঘায়েল হয়ে ওই বিমান ও তার বৈমানীকরা ধ্বংস হয়ে গেল।

অমল ও বিমল এবার বুঝতে পারলো শত্রুপক্ষ 'হার্মাদকূল' নিকটেই কোনও স্থানে ঘাঁটি করেছে। তারা আরও বুঝলো যে তাদের শক্তি সামর্থও যথেষ্ট। হিংস্র জন্তুরা তো চতুর্দিকে রয়েছেই। এবার আবার তাদেরকে হিংস্র মানুষের সঙ্গেও যুঝতে হবে।

'ওরে ভাই অমল! কি সাঙ্ঘাতিক স্থান এটা', বিমল এবার বেশ একটু চিন্তিত হয়ে তার ভাই অমলকে বললো, 'এখানে জলেতে কুমীর, ডাঙ্গাতে বাঘ ও গাছেতে সাপ। এখানে মাটিতে সেঁদোনও সম্ভব নয়। কারণ—দুই ফুট মাটি খুঁড়লেই জল বেরুবে। ওড়বার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর তা থাকতোও যদি তাহলেও আমাদের ডানাগুলো গাছের ডালেতে আটকে যেতো! এখন ভয় এই যে ওই গুলোর সঙ্গে ম্যালেরিয়ার মত রোগের অদৃশ্য জীবাণুও হয়তো এখানে আছে।

'উঁহু। ম্যালেরিয়া এখানে থাকতে পারে না,' অমল তার ভাই বিমলকে নিশ্চিত করে বললো, 'ম্যালেরিয়া বীজাণুর জীবনচক্রের কিছু অংশ মশকের দেহে ও কিছু অংশ মানুষের দেহে সম্পূর্ণ হয়। এই বনেতে মানুষ না থাকাতে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর বংশবৃদ্ধি এখানে সম্ভব নয়।'

এই ম্যালেরিয়াকে অমল ও বিমলের বড় ভয়। দুবার এতে এরা আক্রান্ত হয়েছিল। তবে শীতে কাঁপতে কাঁপতে লেপ মুড়ী দেওয়ার ফলে আরামও হতো। তারপর সকালে রুটি ও পরে ভাত খেয়ে তারা বড্ড আরাম পেতো। এতে দেহ বড় দুর্বল ও শীর্ণ করে দিতো।

অমল ও বিমলের ঠাকুর'মা উলোর বিখ্যাত জমিদার বাড়ীর মেয়ে। ওই দুর্ধর্ষ জমিদারের এক দল ভারত বিজয়ী কুস্তিগীর পালোয়ান ছিল। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া এলে তারা কাবু হলো। তারা তখন ম্যালেরিয়াতে কোঁ কোঁ করতে করতে সকলেই বেহুঁস রয়েছে। ওই সময় এক দেশবলী পালোয়ান এসে তাদের লড়তে আহ্বান করলো। জমিদারবাবু প্রমাদ গুনে তাদের ডেকে বললেন—আচ্ছা। ঠিক হ্যায় ভাই। হামার পলোয়ান'রা মহলমে এখোন নিকালা। তুহো লোক ইহা কুছ রোজ রহো। আর ওই পুকুরমে স্নান উন করো। কয়দিন পর ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে তারা কাঁপতে কাঁপতে এসে জমিদারকে বললো। 'হুজুর! এ মেকো ক্যা হুয়া। জমিদার সাহেব

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে মুচকী হেসে তাদের বললো, 'হামাদের পলোয়ান তব আকে আপলোক কো পকড়া। আভি তুলোক মেরে পলোয়ানসে সামালকে লড়ো তো দেখে, হ্যাঁ—

এই ম্যালেরিয়া বীজাণুর বিরুদ্ধে বাঙালীরা কয় পুরুষ ভুগে এতো-দিনে ইমমিউন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অবাঙালীরা এতে আক্রান্ত হলে তাদের আর রক্ষে নেই। এই ম্যালেরিয়া রোগ এক সাঙ্ঘাতিক রোগ। হার্মাদ'দের প্রথম আক্রমণকালে এই ম্যালেরিয়া বাংলা দেশেতে ছিল না। নইলে হার্মাদদের বদলে এই ম্যালেরিয়ার আক্রমণেতেই জনশূন্য হয়ে অনুরূপ সুন্দরবন তৈরী হতো।

এই সময় হঠাৎ একটা অদ্ভুত জীব অদূরে দেখে অমল ও বিমল অবাক হলো। এই জীবের দেহ বড় বড় আঁশ দিয়ে ঢাকা। ততক্ষণে এটা একটা পিঁপড়ে ভরা ঢিবির উপরে তার এই আঁশ [scales] উঁচু করে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ওই মুর্খ পিঁপড়েগুলো তাদের ওই আঁশের তলার নরম চামড়া কামড়ে ধরলে ওই জীব তার আঁশগুলো নীচে নামিয়ে ওগুলোকে চেপে ধরলো। তার পর ওই জীব মন্থর গতিতে সমুখের পুকুরে নেমে জলে ডুবে তার ওই আঁশগুলো মুক্ত করতেই পিঁপড়েগুলো জলে ভেসে উঠলো। সেই সুযোগে ওই জীবটি তাদের ভক্ষণ করতে শুরু করলো।

হ্যাঁ, অমল! ওই অদ্ভুদ জন্তটাকে আমি চিনতে পেরেছি', বিমল এবার উৎসাহিত হয়ে তার ভাই অমলকে বললো, 'ঠাকুমার মুখে শুনা ওটা সেই 'বনরুই' নামক জীব। ওঁদের বাল্যকালেই ওই জীব প্রায় লুপ্ত হয়ে ছিল। দুই একটা কদাচিৎ গ্রামের জঙ্গলে দেখা যেত। বিজ্ঞানীরা বলে যে পিপীলিকা-ভূক ডিম্ব প্রসবিনী নিম্ন স্তন্যপায়ী ওই জীব ভারতে এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে তো দেখা গেল যে ওরা এখনও এদেশ হতে লুপ্ত হয় নি।'

অমল ও বিমল বুঝতে পারে যে এই সুন্দরবন উদ্ভিতত্ত্ব-বিদ ভূতত্ত্ব-বিদ, প্রত্নতত্ব ও নৃতত্ব-বিদ এবং প্রাণীতত্ব-বিদ'দের জন্য একটা

স্বর্গরাজ্য তথা প্রকৃষ্ট উন্মুক্ত লেবোরেটারী তথা বিক্ষণাগার। তবে আশ্চর্য এই যে গবেষণার জন্য এখনও তারা দলে দলে এখানে আসার প্রয়োজন মনে করে নি।

এইবার নিরাপদ বুঝে অমল ও বিমল মাচান হতে নীচে নেমে এলো। চতুর্দিকে বড় বড় বৃক্ষ ঝোপ ঝাড় ও কাশবন। মধ্যে মধ্যে ওগুলো নড়ে উঠলেও দিনের বেলাতে ওর ভিতর হতে কোনও জীবজন্তু বের হয় না। তারা তাদের গাম বুট পরে কীট্ ব্যাগ দুটো কাঁধে বাঁধলো। তারপর ঘাসের বন ভেঙ্গে কিছু দূরে একটা উন্মুক্ত স্থানে এসে পৌঁছুলো। জঙ্গল ভেদ করে নদীর স্রোতের কলকল রোল শুনা যাচ্ছিল। বুঝা গেল যে তাহলে নিকটেই কোনও এক বিরাট নদী রয়েছে। এখানে ওখানে কয়েকটা ভাঙ্গা কোঠা বাড়ী রয়েছে। তারই আড়ালে দেখা যায় একটা উঁচু মোটা পাঁচিল ও তার মধ্যে মধ্যে কয়েকটা তোরণ। এটা যে একটা প্রাচীন দুর্গ তা অমল বিমল বুঝতে পেরেছে। একটা সিঁড়ি তোরণের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে। পাথরের সিঁড়িতে একটাও ঘাস জন্মায় নি। উপরেতে একটা ভেঙে পড়া বহুতল প্রাসাদের চিহ্ন। দু'তলার কয়েকটি ঘর ও ত্রিতলের একটি ঘর তখনও অটুট। একটা স্থানে খাড়া থাকা ছাদহীন দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটা কষ্টি পাথরের বেদী। ওই বেদী ঘিরে আধ ভাঙা মোটা মোটা পাথরের থাম। ওই বেদীর গায়েতে বাংলা অক্ষরে কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতে লেখা রয়েছে। 'সমাসনম্ মহা সমর বিজয়ী শ্রীশ্রীপ্রদীপ রায় মহারাজম্।, অমল ও বিমল বুঝতে পারে যে এইখানে তাদের পূর্ব পুরুষ প্রদীপ রায়ের সিংহাসন রাখা ছিল। এটা তাহলে নিশ্চয় তাঁর সভাকক্ষ কিংবা মন্ত্রনাকক্ষ হবে। পূর্ব পুরুষদের বাসস্থান খুঁজে পেয়ে দুই ভাই এবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো।

'এ কি রকম সংস্কৃত! এতে তো দেব-নাগরী অক্ষর নেই। এ

তো বাংলা অক্ষরে লেখা', একটু বিস্মিত হয়ে অমল বিমলকে জিজ্ঞাসা করলো, আগে কি বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষা লেখা হতো'। 'হ্যাঁ ভাই তাই। একটু ভেবে বিমল অমলকে বললো, 'পূর্বে সংস্কৃত ভাষা স্থানীয় প্রচলিত অক্ষরে লেখা হতো। পরে—ইংরাজ পণ্ডিতরা ওই ভাষার জন্য দেব-নাগরী লিপির প্রচলন করেন।

রাজা প্রদীপ রায়ের দরবার কক্ষ পেরিয়ে তারা ভেঙে পড়া রাজ প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল। দুর্গের উপরাংশ এমনিতেই দ্বিতল পরিমাণ উঁচু। তার উপর ভেঙে পড়া ত্রিতল রাজ প্রাসাদ। এখানে ওখানে বহু মনোমুগ্ধকর পোড়া মাটির তালিতে খোদাই করা টেরিকেটার কার্য্যের নিদর্শন দেখে তারা চোখ ফিরাতে পারে না।

ওই সম্পূর্ণ অট্টালিকার ত্রিতলের একটা অংশ তখনও অভগ্ন। তারা উভয়ে পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে ত্রিতলের একটি ঘরেতে উপস্থিত হলো। কালো কুচকুচে পাথরের মেঝের পালিশ তখনও চক চক ও ঝক ঝক করছে। মজবুত সেগুন কাঠের জানালা দরজা তখনও অটুট।

ওই জানালার মধ্য দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তারা দূরের স্থানগুলি স্পষ্ট দেখতে পায়। জঙ্গলের মধ্যে বহু ভাঙা মন্দির ও অট্টালিকা। দূরের বার দরিয়ায় বড় গাঙ দেখা যায়। সেখানে এঁটেল মাটির উপর ভাঙা জাহাজের পাটাতন ও মাস্তুলের উঁচু কাঠখণ্ড পড়ে রয়েছে। কিছু দূরে একটা বহু উঁচু মিনারও তারা দেখতে পেলো। পুরাতত্বের গবেষক ছাত্রদের এটি একটা লোভনীয় স্থান। অমল ও বিমল ঠিক করলো রাত্রি গুলি এবার হতে তারা এখানেই কাটাবে।

এইবার দেওয়ালের শেওলা গুলো পরিষ্কার করে তারা কয়েকটি খোদাই করা চিত্র আবিষ্কার করলো। ওগুলির একটি ছিল রাজা প্রদীপ রায়ের মন্ত্রনাকক্ষ। আশ্চর্য হয়ে তারা দেখলো যে রাজা

মন্ত্রী ও উচ্চপদীদের দেহের উপরিভাগে গাত্রাচ্ছাদন নেই। কিন্তু নিম্নপদী সভাসদ ও উপমন্ত্রীদের খোদাই মূর্তিগুলির অঙ্গ যথেষ্ট বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। একটা যুদ্ধের খোদাই দৃশ্যও একটি চিত্রে দেখানো রয়েছে। প্রথমে হস্তী চমু তাদের বিরাট দেহ হুড়মুড় করে গাছ পালা তশ্চ নশ্চ করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের পিছনে পিছনে আসছে অসংখ্য রথ ও অশ্বারোহী। আর সবার পিছনে চলেছে পদাতিক ও রসদবাহী গরুর গাড়ী। আশ্চর্য এই যে—এই যুগেও এই ভাবেতে যোদ্ধা বাহিনীকে তৈরী করা হয়। প্রথমে থাকে ট্যাঙ্ক বাহিনী ও তার পরেতে থাকে আর্মাড গাড়ী ও সর্বশেষে চলে ইনফ্যানট্রি ও রসদ বোঝাই মোটর লরী।

অমল ও বিমল হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে একদল বাঁদর ওইখানকার সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওদের ঘরের সুমুখের বারান্দাতে এসে অবাক হয়ে তাদের দেখছে। কিচির মিচির ও কুঁ কুঁ শব্দ করে তারা কি যেন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। অমল ও বিমলকে তারা একটু উঁচু জাতের এক শ্রেণীর বাঁদরই ভেবে ছিল।

ওই বাঁদরগুলো এর আগে নিশ্চয়ই কোন মানুষ দেখেনি। তবে তাদের ধারণা যে ভুল তা নিশ্চয়ই নয়। কারণ—বানর মানুষেরই একটি নিকটতম কুটুম্ব তথা ভ্রাতৃবংশ। প্রাচীন যুগে কোনও এক বানরানুরূপ জীব বংশ তুইটি পৃথক ধারাতে পরিবর্তিত হয়ে মানুষ ও বানরে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু—ওই বাঁদরদের মনোভাব দেখে অমল ও বিমল এও বুঝেছিল যে, হার্মাদ দস্যুরা তাহলে এতদূর পর্যন্ত এখনও পৌঁছয় নি। ওই সব হার্মাদরা ওই সব বাঁদর ধরে যুরোপে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার্থে বিক্রয় করে মুনাফা লুটে। হার্মাদ দস্যুরা এদিক পর্যন্ত এলে ও বাঁদরদের মানুষদের প্রতি ব্যবহার নিশ্চয়ই ভিন্ন রূপ হতো। অমল ও বিমল এইবার বাঁদরগুলো সম্বন্ধে মনোযোগী হলো। এখানে নিরাপদে তাদের কিছুকাল বসবাস করতে হবে। এই বিষয়ে ওই বাঁদরগুলো তাদের উপকারে আসবে।

ওদের বশ করে শিক্ষিত করলে তারা গাছে উঠে হার্মাদের আগমন সম্বন্ধে সঙ্কেত পাঠাতে পারবে। কলিকাতাতে থাকাকালে ওরা দুজন বাঁদর পুষেছিল। তাই ওই বাঁদদের স্বভাব সম্বন্ধে তারা বেশ কিছুটা ওয়াকীবহাল।

'দেখ ভাই অমল! আমার বিশ্বাস যে এই বাঁদরদের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। বিমল কিড ব্যাগ থেকে একটা মিনি টেপ-রেকডার বার করে বললো, 'তবে ওই বাঁদরদের ভাষা বুঝা বা সেইমত শব্দ করা কঠিন কার্য্য। এই দেখ ওদের একজনের বক্তব্য আমি টেপ-রেকর্ডে ধরে রাখছি।'

বড় বাঁদরটার বক্তব্য টেপ-রেকর্ড করা হয়েছে মাত্র। এমন সময় তারা লক্ষ্য করলে যে অন্য একটা বাদর কোথা হতে এক ছড়া কলা নিয়ে এলো। এর আগে অমল ও বিমল কলা গাছের কয়েকটা বাগান দেখে এসেছে। পূর্বেকার অধিবাসীরা ওই গুলি রোপন করে গিয়েছে। এখন ওদের কোঁড়গুলি হতে বহু কলাগাছ তৈরী হয়েছে।

আশ্চর্য—এই যে ওই টেপ-রেকর্ড বাজানো মাত্র ওই বড় বাদরটা আশ্চর্য্য হয়ে কান পেতে তার ওই নিজের গলার স্বর ও ভাষা শুনলো। খুবই সম্ভবতঃ ওদের নিজেদের ভাষাতে কলা আনা ও তা খাওয়ার কথাগুলো ওই টেপ-রেকর্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তাই সে একলাফে নীচে নেমে নিকটের কলা বাগান হতে একটা মর্তমান কলার বড় কাঁদি ভেঙে এনে সেটা অমল বিমলের পায়ের কাছে রেখে দিল। তারা তখন ওই কাঁদির কয়েকটা কলা ওই বাঁদরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বাকীগুলিতে নিজেদের প্রাতঃরাশ শেষ করলো। সেই সাথে তাদের কিট্ ব্যাগ হতে কয়েকটা বিস্কুটও বার করে বাঁদরদের দিকে ছুঁড়ে দিল। বাঁদররা ওই বিস্কুট খেয়ে ওর স্বাদে মহা খুশী। ওই বড় বাঁদরটাও এই সবেতে যথেষ্ট কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল। ওই দুর্গের মধ্যেই কয়টা নারিকেল গাছ ছিল। অমল ও বিমল একটা পাথরের টুকরো ওই গাছের একটা ডাবের

কাঁদিতে ছুঁড়ে বাঁদরটাকে ওই দিকে আঙ্গুল তুলে ইসারা করলো। বাঁদরটা বুদ্ধিমানের মত ঘাড় নেড়ে তাদের জানালো যে সে তাদের বক্তব্য বুঝেছে। সে এবার তর তর করে ওই নারকেল গাছে উঠে একটা ডাবের কাঁদি মুচড়ে ভেঙে সেটা দাঁতে করে নিয়ে নেমে এলো। তারপর কলার কাঁদির মত ওই ডাবের কাঁদিটাও দুই হাতে ধরে তেমনি করে অমল ও বিমলের পায়ের কাছে নামালো।

কিন্তু—অমল ও বিমল ওই বাঁদরটাকে ডাব আহার হতে বঞ্চিত করেনি। এর আগে ওই বাঁদর কখনও ডাবের খোলা ভেঙে নারকেলের স্বাদ পায় নি। ওই দুই ভাই একটা ছুরি বার করে কয়েকটা ডাব কেটে ও ভেঙে জল ও শাঁস বার করলো। ওই ডাবের খোলাতে কিছু জল ও শাঁস তারা ওই বাঁদরের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। ওই বুড়ো বাঁদরটা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে ওই জল ও শাঁসটুকু খেয়ে মহা খুশী। এর পর ওই বুড়ো বাঁদরটার সঙ্গে অমল ও বিমলের বন্ধুত্ব হতে আর বেশী দেরী হয় নি। এখন খাদ্য, পানীয় ও বাসগৃহ সম্বন্ধে ওই দুই ভাইয়ের আর একটুও দুঃশ্চিন্তা নেই। তারা বুঝেছিল যে ওই ডাবের শাঁস খাওয়ার লোভে ওই বাঁদরটা প্রতিদিনই তাদেরকে নারকেল গাছ হতে ডাব ও কলাগাছ হতে কলার কাঁদি এনে দেবে। এই ব্যবস্থাটা ওদের সঙ্গে না করলে তাদের সুন্দর বনের নোনা জল পান করা দুঃসাধ্য হতো। পরে—অবশ্য ওই জঙ্গলের মধ্যে কিছু তরমুজ ফল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ওগুলোর মধ্যে সঞ্চিত পানীয় তৃষ্ণা নিবারনের জন্য যথেষ্ট হয় নি।

এই দুই ভাইয়ের ওই ধারণায় কোনও ভুল হয় নি। উপরন্তু অমল ও বিমল ওই বাঁদরটাকে পাথর ছুঁড়তেও শিখিয়েছে। এখন আত্মরক্ষার্থে এদের সাহায্যে যুদ্ধ করাও যায়। এখন এই বাঁদররা ওই দুই ভাইয়ের পাহারাদার। ওই বাঁদররা নিজেদের মধ্যে

কিছু বলে ও সেই মত তারা কাজ করে। অমল ও বিমল ওটা লক্ষ্য করে ও তার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ভাষা টেপ-রেকর্ড করে। ওই দুই ভাই টেপ-রেকর্ডের সাহায্যে বাঁদরদের সঙ্গে প্রয়োজন মত কথাবার্তাও কইতে পারে। এইভাবে তারা এখন প্রয়োজন মত তাদেরকে পাথর সংগ্রহ করতে ও তা ছুঁড়তে নির্দেশ দিতে পারে। ওদের ভাষার শব্দ সংখ্যা স্বল্প হওয়াতে হতে কোনও অসুবিধা নেই।

রাত্রে মধ্যে মধ্যে বাঘের গর্জন তারা তাদের ওই ত্রিতলের নির্জন ঘর হতে শুনতে পায়। এই সম্বন্ধেও অমল ও বিমল কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল। ওরা জানতো যে এক এক বনে একটি বাঘ ও একটি বাঘিনী থাকে। সেই ক্ষেত্রে অন্য কোনও বাঘ বা বাঘিনী সেখানে আসে না। ওই বাঘের ও বাঘিনীর গর্জন পৃথক পৃথক ভাবে ওরা টেপ রেকর্ড করে নিয়েছে। নিকটে কোনও বাঘিনী বা বাঘের গর্জন শুনলে তারা তাদের টেপ রেকর্ডে বেবি-এমপ্লিফায়ার লাগিয়ে পর পর তারা বাঘ ও বাঘিনীর গর্জন শুনায়। এতে অন্য বাঘ ও বাঘিনী এই দিকে একটি ব্যাঘ্র দম্পতি আছে বুঝে এদিকে আর এগোয় না।

কিন্তু—শুধু বাঘের ডাক শুনালে বাঘিনী আসবেই ও শুধু বাঘিনীর ডাক শুনালে সেখানে একটি পুং-বাঘ আসবেই। কারণ—ওদের স্ত্রী বা পুরুষ পরস্পরের ডাক শুনে পরস্পরের অবস্থিতি বুঝে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এই ভাবে অমল ও বিমল বাঘ ও বাঘিনীকে আনবার ও সেই সঙ্গে তাদের তাড়াবার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। অমলের ও বিমলের এখন এই আশা যে দুর্গের নীচেতে কখনও কোনও হার্মাদ-লোক এলে তারা ওই ভাবে একটা বাঘকে ডেকে ওদের কবল হতে আত্মরক্ষা করতে পারবে। পরে—কার্যোদ্ধারের পর ওই একই ভাবে অন্য রেকর্ডের বাঘের ডাক উচ্চ রবে বাজিয়ে তারা ওই বাঘদের সেখান হতে তাড়াতে পারবে।

এমনি কয়দিন ওই বাঁদরদের আতিথ্যে থেকে অমল ও বিমল ওখানে বিশ্রাম নিয়েছে। এবার তাদের পুরোদমে কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে এখন তারা বনের পশুদেরও সাহায্য নিতে সক্ষম। ছুই ভাই এইবার তাদের ওই নিরাপদ কক্ষ থেকে নেমে দুর্গের ভিতরের অন্য স্থানগুলিও দেখতে শুরু করলো। প্রাচীরের ধারে ধারে বড় বড় কামান দেখে তারা স্তম্ভিত। প্রতিটা লৌহনির্মিত কামানের স্থুলাকার নলীকা গুলিতে ওদের নির্মাতাদের নাম বাংলা অক্ষরে খোদাই করা রয়েছে। যথা—হীরেন্দ্র কর্মকার, নৃপেন্দ্র কর্মকার, হরিদাস কর্মকার ইত্যাদি। এ ছাড়া—তারা মাটির নীচের একটি ঘরেতে বহু গাদা বন্দুক, তীর ধনুক ও ঢাল তরবারী দেখে অবাক। ওই চকমকী বন্দুক ও গাদা বন্দুকের নলীকাতেও বাংলা অক্ষরে নির্মাতাদের নামগুলি লেখা রয়েছে। এবার তারা ওই ছুর্গের পিছনের অংশেতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। এখানে ওখানে কয়েকটা মনুষ্য দেহের কঙ্কাল। কিন্তু ওই কঙ্কাল হতে মুণ্ডের করোটি পৃথক করা ও তারই কাছে একটা বৃহৎ রাম'দা। তাতেও বাংলা অক্ষরে নির্মাতার নাম লেখা রয়েছে। ওদিকে ওই সব কঙ্কালের কোন কোনটির কোমরের নীচেতে কয়েকটা করে রৌপ ও স্বর্ণ মুদ্রা। ওগুলিতে কিন্তু রোমান হরফে কিছু লেখা ও এক য়ুরোপীয় রাণীর মূর্তি। এখানে ওখানে আর এক ধরনের ও ধাঁচের ছুটি নর-কঙ্কাল সেখানে পাওয়া গেল। তাদের গলদেশের তলাতে একটা করে তামার তাবিচ দেখা যায়। ওই সব তাবিচে বাংলা অক্ষরে ওঁ কিংবা শ্রীশ্রী লেখা রয়েছে। হাতের কাছে তাদের বর্শার ফলক ও রাম'দা। ওদের মাথা গুলোর মধ্যে সিসের গুলি ঢুকানো।

ওই সব পুর্তুগীজ স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিশ্চয় ওই নিহত হার্মাদ দস্যুদের প্যাণ্টের পকেটেতে ছিল। তাদের ওই প্যাণ্ট, কোট ও দেহের মাংস কবে পচে ধুলো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু—তাদের কঙ্কাল

গুলি পচনশীল না হওয়াতে তখনও পর্যন্ত নষ্ট হয়নি। বাঙ্গালী সেনাদের কঙ্কালগুলো তাদের গলার হাড়ের নীচে পড়ে থাকা তামার কবচ গুলো হতে সনাক্ত করা যায়। তাদের দেহগুলি ধুলো হয়ে গেলেও তাদের গলার ওই তামার রক্ষা কবচগুলি ও তাদের দেহের ওই কঙ্কালগুলো নষ্ট হয় নি। তবে উভয় পক্ষের কঙ্কালের সংখ্যা দেখে বুঝা যায় যে ওই যুদ্ধে হার্মাদ দস্যুদেরই পরাজয় হয়েছিল।

এই যুদ্ধস্থলের পিছনে একটা ছোট পাথরের ঘর দেখা গেল। অমল ও বিমল সাহস করে সেখানে এসে দেখলো যে একটা ঘুরানো পাথরের সিঁড়ি মাটির নীচের একটা ঘরে নেমেছে। ওই দুই ভাই ওই ঘরে ঢুকে সেখানে বেশ কিছু বাংলাতে লেখা স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ও সেই সাথে কয়েকটি তাম্র বাসনও পেলো। কিছু উইয়ে ধরা তালপাতা ও ভূর্জিপত্রে লেখা পুঁথিও রয়েছে। এগুলোর কাঠের মলাটে অপূর্ব কারুকার্য ও বাংলা চিত্রের শোভা। ওই সাথে সেখানে গাদা গাদা কড়ি দেখে তারা অবাক।

'অমল ভাই! বুঝতে পারো ওইসব? ওই কড়ি এককালে এদেশে মুদ্রা রূপে প্রচলিত ছিল। ফেলো কড়ি মাখো তেল—এই প্রবাদ এখনও এদেশে প্রচলিত। গ্রামের পাঠশালাতে আজও এক কড়ি পোয়া গণ্ডা, দুই কড়ি আধা গণ্ডা বলে শট্‌কের সঙ্গে কড়াকিয়াও শেখানো হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে ওই হার্মাদ দস্যুরা এই ধনাগার লুঠবার চেষ্টাতে ছিল,' অমলকে উদ্দেশ্য করে তার ভাই বিমল বললো, 'অন্যদিকে—এই সব নরকঙ্কাল হতে বুঝা যায় যে কয়েক শত বছর আগে এইখানে রাজা প্রদীপ রায়ের সৈন্যদের সঙ্গে বিদেশী দস্যু হার্মাদদের একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। গুর্খাদের খুপরীর মত রাম'দা ছিল বাঙ্গালীদের ঐদিনকার জাতীয় অস্ত্র। অবশ্য ওই সঙ্গে তারা কামান, বন্দুক, বর্শা ও তীর ধনুকও ব্যবহার করেছে। এখন ওই পর্তুগীজ কয়েন তথা মুদ্রাগুলো ও ওই তামার তাবিজগুলো তুলে

নাও। ওগুলো কলিকাতাতে এনে কার্বণ টেষ্ট করলে ওগুলোর প্রাচীনত্ব বুঝা যাবে।

অমল ও বিমল তাদের বৃদ্ধ ঠাকুরমাতার কাছে তাদের বংশেতে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত কয়েকটি কাহিনী শুনেছিল। রাজা প্রদীপ রায়ের এক জ্ঞাতিশত্রু গোপন পথে বিদেশী হার্মাদ দস্যুদের প্রাসাদে এনেছিল। কিন্তু—সেবার ওই বিদেশী সৈনিকদের পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হয়। মহারাজার ওই জ্ঞাতিশত্রুটি তখন তার নিজের অনুগামীদের সাথে করে ওই বিদেশী জলদস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের সাহায্য করেছিল। এটা অবশ্য ভারতীয় ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। এইরূপ ঘটনা ভারতের সর্বত্রই বারে বারে ঘটেছিল। অমল ও বিমল চোখ বুজিয়ে দেখতে পায় বাঙালীদের হাতেতে রাম'দা ঝলসে উঠছে ও সঙ্গে সঙ্গে ওই তৎকালীন হার্মাদদের মুণ্ডুগুলি ধড় হতে নিমিষে বিছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ছে।

অমল ও বিমল লক্ষ্য করলো যে কামান বন্দুক থাকা সত্বেও সেগুলো ব্যবহার করা হয়নি। সাবেকী ও মামুলী অস্ত্রই বাঙালীরা ওই কালে বেশী ব্যবহার করেছিল। সম্ভবতঃ উন্নত অস্ত্র ব্যবহারের ও তৈরীর বদলে তারা আধ্যাত্মিকতাতেই ব্যস্ত ছিল। নইলে বাঙালী সৈন্যদের গলাতে অতো মন্ত্রপুতঃ রক্ষা কবচ থাকবে কেন। এছাড়া ওরা জয় লাভের পর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে ওদের মূলঘাঁটি বিধ্বংস না করে বিজয়োল্লাসেই বারে বারে মত্ত হয়েছে। এছাড়া নিজেদের মধ্যেকার শত্রুতা, বিদ্বেষ, বিভেদ ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের সাহায্য না পাওয়াও এইরূপ অঘটনের অন্যতম কারণ হয়ে থাকবে।

এই সুযোগে—তারা কিট্ ব্যাগ কাঁধে করে দুর্গের নীচেও নামলো। তারা প্রাকারের নিম্নের উচু রোয়াকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছিল। কিছু দূরে মাটির উপর কুমীরের চলার হ্যাচড়ানি কয়েকটা দাগ তাদের চিন্তিত করে তুলেছে। এই ডাঙাতেও কি তাহলে কুমীরদের আনাগোনা আছে নাকি। হঠাৎ তারা অবাক

হয়ে দেখলো যে একটা কুমীর গন্ধে গন্ধে ওই রোয়াকের নীচে এসে লেজ নাড়ছে। নিকটের একটা খাঁড়ি হতে উঠে সে জমির উপর দিয়ে সেখানে এসেছে। তার পিঠের ক্ষতটা দেখে তাকে চিনতে তাদের বাকি থাকেনি। ক্ষতটা এখন দগ দগে ঘায়েতে পরিণত।

অমল বিমল এবার কীট ব্যাগ হতে তুলো ও লোশন বার করে তার শুশ্রূষা আরম্ভ করে দিল। সম্ভবতঃ চিকিৎসার জন্যই সে কয়েকবার সেখানে এসেছিল। এখন অমল ও বিমলের দেখা পেয়ে সে লেজ নাড়তে শুরু করেছে। ঔষধ লেপন করে অমল ও বিমল পুনরায় তার পিঠে ওয়াটার প্রুফ্ টিকীনের পট্টি এঁটে দিলে সে এবার ধীরে ধীরে ওই স্থান ত্যাগ করলো। কিন্তু তার আগে অমল ও বিমলের বন্ধু বড় বাঁদরটা তার পিঠে চড়ে একটু আমোদ করে নিয়েছে। ওই কুমীর এতো দিনে তার শত্রু মিত্র চিনতে শেখাতে বাঁদরটাকে সে এজন্য বিপদাপন্ন করেনি।

শৈশবে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও মনুষ্য শিশুদের হিংসাবোধ থাকে না। তারা নির্ভয়ে পরস্পরের সঙ্গে ক্রীড়ারত থাকে। কিন্তু বয়স্ক হওয়ার পর তারা নিজ নিজ মূর্তি ধরে থাকে। কুমীর শিশু সম্বন্ধেও এই একই মতবাদ প্রচলিত। তবে—সর্পশিশু সম্বন্ধে এরূপ কোনও প্রমাণ নেই। ওই সব জন্তুদের শৈশব কালের স্বভাবকে ওদের প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত বজায় রাখা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিশ্চয়ই সম্ভব। এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাতে অমল বিমল বেশ কিছুটা সফল হয়েছে। এখন তাদের সম্মুখে একমাত্র বিপদ মানুষরূপ সাপ হার্মাদদের দল। তবে এখনও পর্যন্ত তাদের কারোর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়নি।

এইবার একটু এগিয়ে গিয়ে এখানকার একটি স্থানে কয়েকটি ভারী বুট জুতার ছাপ দেখে অমল বিমল থমকে দাঁড়ালো। নিকটে একটা ফুরিয়ে যাওয়া টর্চের বেটারীও পড়ে রয়েছে। তারা বুঝতে পারলো যে কারা এরই মধ্যে এখানে এসে ঘুরে গিয়েছে। কয়েকটা

স্থানে বড় বড় চাকতির মত ছাপ ও দাগ দেখে তারা অবাক। কিন্তু নিকটে কোনও হার্মাদ দস্যু আসার কোনও প্রমাণ নেই।

'আরে আরে! অমল নড়িস নি একটুও', অমল বিমলকে সাবধান করে বললো, 'একটা গখুরো সাপ তোর পায়েতে জড়িয়ে ফনা তুলেছে। একটুখানি নড়া মাত্র ওটা তোকে ছোবল মারবে '

বিমল এবার নীচের দিকে চেয়ে ওই দৃশ্য দেখে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওই গোখুরো সাপটা এবার বিমলের পিঠে উঠে তখুনি তার গা বেয়ে নীচে নামলো। এবার সে এঁকে-বেঁকে অমলের দিকে এগিয়ে চলেছে। বুড়ো বাঁদরটা এর আগেই ওদের বিপদ লক্ষ্য করেছিল। যে তাড়াতাড়ি কোথা থেকে দুইটি বেজী দুই হাতে ধরে এনে সেখানে ছেড়ে দিয়েছে। বেজীদের গর্ত কোথায় তাও বাঁদরদের জানা ছিল। ওই বেজীর কায়দা কানুন ওরা বারে বারে দেখেছে।

নিমীষে সেখানে সাপে নেউলে যুদ্ধ বেঁধে গেল। কিছুক্ষণ পরেতে দেখা গেল যে ওই সাপের মুণ্ডুটা কামড়ে ছিঁড়ে আলাদা করে বেজীটা হাঁপাচ্ছে। এবার অমল বিমল ওই নেউলকে কিছু খেতে দিয়ে তাকে আয়ত্তে আনলো। তারা বুঝেছে যে এখানে বসবাস করতে হলে নেউলদের সাহচার্য্যের প্রয়োজন আছে। এখন হতে দুই ভাই এ্যান্টিভেনমের শিশির সহিত ওই নেউলদেরও সর্বত্র সঙ্গে নিত।

'না উহুঁ। এ সাপটাকে না মারলেও চলতো। বাঁদরটা ভয় পেয়ে পেয়ে একটা ভুল করে বাঁদরামী করলো। সাপ ভয় পায় বলেই আগে ভাগে আত্মরক্ষার্থে ছোবল মারে। আসলে ওরা ভীষণ ভীতু জীব,' অমল বিমলকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'ওদের দেহে দৈবাৎ পা দিয়ে না মাড়ালে ওরা কাউকে কামড়ায় না। গোখুরা মানুষের নিবাসে'তে বাস করে। তাই মানুষ দেখলে ভয় না পেয়ে তারা দূরে চলে যায়। কিন্তু কেউটে সাপরা জনবসতি হতে দূরে বাস করাতে ওদেরই

মানুষকে ভয় বেশী। তাই কোনও কোনও সময় ওরা মানুষ দেখে ভয়েতে তেড়ে এসেছে। যাই হোক এই ভাবে আমরা কিন্তু এপারের জন্তুদেরও মানুষ বিরোধী করে তুলছি।'

এইবার ওই আহত নেউল দুটিকে কাঁধে করে অমল ও বিমল দীর্ঘ দুর্গের বহু পিছনের অন্য একটি স্থানে এসে সেখানকার প্রাঙ্গনের শেষ সীমানাতে প্রাচীরের ধারে একটা উন্মুক্ত স্থানেতে ফিরে এলো।

সেখানে একটা লম্বা ও স্থূল জাহাজের মাস্তূলের মত একটা কাঠ পড়ে ছিল। ওটার ওপরে এক পুরু মাটি থাকাতে ওর উপর দুটো তোয়ালে পেতে তারা বসে পড়লো। প্রতিদিনের অভ্যাস মত বাঁদরের দল সেখানে কাঁদি কাঁদি কলা ও ডাব পেড়ে এনে রেখেছে। হঠাৎ তারা দেখলো যে ওই লম্বা মোটা কাঠটা চলতে শুরু করেছে।

'ওরে বাপস! এটা আবার কিরে!' অমল লাফিয়ে পিছিয়ে এসে বিমলকেও একটু দূরে ঠেলে দিয়ে বললো, 'এটা যে বিরাট একটা ময়াল সাপ। উহু। ক্ষুধার্ত না হলে ওরা নড়ে না। একেবারে দুর্গ প্রাচীরের গা ঘেঁসে দাঁড়া।

অমল ও বিমল দুর্গ প্রাচীরের শেষ প্রান্তে এসে সত্যকারের একটা বিপদে পড়লো। তারা স্তম্ভিত হয়ে দেখলো কয়জন ফিরীঙ্গি শ্বেতাকায় সাহেব মেটেল ডিটেকটারের চাকতি ভূমিতে এখানে ওখানে রাখছে। মাটির তলাতে কোথাও ধাতব দ্রব্য থাকলে ওই যন্ত্রের সাহায্যে তারা হদিস পাবে। ওই স্থানটিরই পিছনে একদল দেশীয় মজুর একটা স্থান গাঁইতি দিয়ে খুঁড়ছে। ওদের পিছনে আরও কয়েকজন খাঁকি প্যান্ট শার্ট পরা সাদা চামড়ার লোক চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মজদুর'রা একটু থামলেই ওদের চাবুক সপাসপ তাদের পিঠেতে পড়ছে। ওদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে স্টেন গান রয়েছে। উপরন্তু ওই স্থানে এরই মধ্যে একটা ক্যাম্পও তারা গেড়েছে। এরাই যে গুপ্তধন অন্বেষী নব-হার্মাদ দস্যুদের দল তা অমল ও বিমলের বুঝতে বাকি থাকেনি। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এপারের কুলেতে ওঠার

সময় তাদের আনা বেতার ট্রান্সমিটার যন্ত্রগুলি তাদের স্পিড্ বোটেতে রাখা ছিল। ভুল করে ওই স্পিড্ বোট নিজেদেরই হেলিকপ্টারে শত্রুদের স্পিড্-বোটের সঙ্গে ডুবিয়ে দিয়েছে। এখন ওই রেডিও ট্রান্সমিটারের অভাবে বহু পিছনে অপেক্ষামান ভারতীয় বাহিনীকে এই সম্বন্ধে কোনও সঙ্কেত পাঠানোরও উপায় নেই। এরা তুজনে তাদেরকে স্বল্প আগ্নেয় অস্ত্রের ও বাঁদরদের পাথরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে হবে। তারা তাড়াতাড়ি জমি হতে বহু ছড়ানো পাথর তুলে এই বিদ্যাতে সম্প্রতি শিক্ষিত বাঁদরগুলোর হাতে গুঁজে দিয়ে নিজেরা অটোমেটিক রাইফেল হাতে প্রস্তুত হলো। ওই বিরাট ময়াল সাপটা ততক্ষণে তুর্গ প্রাচীরের ওপার দিয়ে মুখ নামাতে শুরু করেছে।

সমুখের হার্মাদ সাহেব দস্যুটির নজর ততক্ষণে ওই বিরাট অজগরের দিকে পড়েছে। উনি গুলি খরচ না করে ওটার দিকে একটা পাথরের টুকরা ছুঁড়লেন। ওই ক্ষুধার্ত সাপটা এভাবে ঘা খেয়ে সাহেবের উপর সড়াৎ করে গড়িয়ে পড়ে তার মাথাটা তার হাঁ করা মুখে পুরে দিল। তুর্গের প্রাচীরের আড়ালে মাথা নীচু করে তুই ভাই দেখলো সাপের দেহের স্থানে স্থানে পর পর ফুলে উঠছে। তারা তাতে বুঝতে পারে যে ওই সাহেবের দেহটা ধীরে ধীরে ওই সাপের উদরে ঢুকছে।

ওই সাহেবের স্টেন গানটা সাপের দেহের ভারে হাত হতে ছিটকে পড়েছিল। অমল ও বিমলের ইঙ্গিতে তাদের বুড়ো বাঁদর নীচেতে লাফিয়ে পড়ে ওই টোটা ভরতি স্টেন-গানটা উপরে নিয়ে এলো। কিন্তু এইরূপ ভুল তাদের না করাই উচিৎ ছিল। এটি ওই বিগত প্রাণ সাহেবের অনুচরদের দৃষ্টি এড়ায় নি।

'ভাই অমল, ময়াল সাপটাকে ধন্যবাদ। তবে—আমরাও ওর খোরাক হতে পারতাম,' বিমল বাঁদরের আনা স্টেন গানটা পরীক্ষা করতে করতে বললো, 'এখন ওই বিরাট অজগর সাপ ছয় মাস বিনা আহারে চুপ করে শুয়ে থাকবে। এখন ওর লেজ ধরে টানলে কিংম্বা ওর উপরে বসলে ও'একটুও সাড়া শব্দ দেবে না। কিন্তু এবার ওই

সাহেব দস্যুরা দুর্গে উঠে এই দিকে আসবে। বাঁদরকে ওদের স্টেনগান আনতে বলা আমাদের ভুল হলো! এবার এই দুর্গে ঢুকবার মুখে গম্বুজে উঠে ওদের রুখবো। বাঁদরগুলোকে আমরা পাথর তুলতে ও ছুঁড়তে শিখিয়েছি। তুই ওদেরকে ওদের পাথর দিয়ে প্রাচীরের আড়ালে বোস্। আমি সিঁড়ির উপরে ওদের তাক করে স্টেনগানটা বসাই। বাঘের ডাকের টেপ রেকর্ডটা সন্ধ্যের দিকে দরকার হতে পারে। ওটা তুই নিজের কাছে ওয়াররিল সমেত রাখ। সন্ধ্যে পর্যন্ত লড়ে ওই নব হার্মাদের আটকে রেখে তারপর আমরা পূর্ব রীতি মত টেপ বাজিয়ে একটা মদ্দা বা মাদী বাঘকে ডাকবো।'

অমল ও বিমলের অনুমান ভুল হয় নি। একটু পরেতেই ওই হার্মাদ দস্যুর দল রাইফেল উঁচিয়ে দূর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলো! ক্ষণিকের মধ্যে সেখানে উভয় পক্ষে একটা খণ্ড-যুদ্ধ হয়ে গেল। বিমল সিঁড়ির উপরে একটা পাথরের আড়ালে বসে স্টেন-গানের গুলি চালায়। অন্য দিকে অমলের নির্দেশে বাঁদররা প্রাচীরের আড়াল থেকে বড় বড় পাথর নীচে ছোঁড়ে। তারপরে অমলের হাতের অটোমেটিক্ রাইফেলটিও থেকে থেকে গর্জে উঠতে থাকে। অসুবিধাজনক অবস্থায় হার্মাদ দস্যুদের কয়জন আহত ও নিহত হলো। তবুও তারা কিছুটা পিছিয়ে পুনরায় এগিয়ে আসে। যেরকম করেই হোক ওরা জীবন পণ করে দুর্গের ওপরে উঠবেই। এই ভাবে লড়াই-এর মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে এলো। সাহেবরা এবার কয়েকটা আলো জ্বালবার চেষ্টা করছে। অমল ও বিমল বুঝলো ওদের আগুন জ্বালাতে দিলে বাঘ আগুন দেখে নাও আসতে পারে! তারা তাড়াতাড়ি লাউড স্পিকার ফিট করে বাঘিনীর ডাক বাজাতে আরম্ভ করে দিল। ওই বাঘিনীর ডাক শুনে একটা বড় কোঁদা পুং বাঘ ছুটে এলো। হালুম করে ওই সাহেবদের ক্যাপ্টেনের পিছনে ওটা লাফিয়ে পড়েছে। ওই সত্যকার বাঘের সত্যকার ডাক শুনে সেখানে একটা সত্যিকারের একটা বাঘিনীও উপস্থিত। ওই সাহেব

একবার ঘুরে দাড়িয়ে ওই বাঘটাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করলো। মুহূর্তের মধ্যে ওই বাঘ মানুষ-খেকো হয়ে ওই সাহেবের ঘাড়ে দাঁত বসালো। এর পর টর্চের আলো ফেলে অমল ও বিমল কোন সাহেবকে আর সেখানে খুঁজে পায় না। তবে—ওই গাঁইতি কোদাল হাতে দেশীয় মজদুররা সেখানে তখনও উপস্থিত। ওদের সেই বন্দীদের কারোর ওই ঘৃণ্য হার্মাদ দস্যুদের পক্ষ অবলম্বনের কোনও প্রশ্নই উঠে না। তারা ভয়েতে ওই স্থানে মাটীর উপর শুয়ে পড়েছে। তাদের চোখের সামনে ওই দুটো বাঘ দুটো সাহেবকে মুখে করে ওই স্থান ত্যাগ করে গেল।

ওই দেশীয় মজদুররা যে স্থানীয় গ্রাম হতে হার্মাদদের ধরে আনা বন্দী ক্রীতদাস তা অমল ও বিমল বুঝতে পেরেছিল। তারা দুজনে এবার তাড়াতাড়ি নেমে ওদের বুঝিয়ে দুর্গের ভিতরে নিয়ে এলো। সংখ্যাতে বাঙালী মজদুররা বিশজন ছিল। এদের মধ্যে দুই জনকে চিন্‌তে পেরে অমল ও বিমল অবাক। ওরা নদীর ওপারের সেই গ্রামের সংগ্রামী মানুষ।

'কর্তাবাবু! আপনাগো এখানে বাঁচালেন মোদের,' কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে হাত জোড় করে ওই দুই জন লোক বললো, 'আপনাগো চলিয়া আইলে হার্মাদরা কয়টা পালের নৌকা করে আমাগো গাঁয়েতে হানা দিল। তারপর ঘরদোর পুড়াইয়া দিয়া রাতের অন্ধকারে আমাগো এই বিশ জনকে এপারে এনে বেগার খাটাইতে লেগেছে। এই দ্বীপের ওপারে আরও একটা গাঙ্গ আছে। ওই গাঙ্গের ওপারে আরও একটা দ্বীপ। এই সুন্দর বনের নদী নালা ও খাঁড়ীগুলো এই খালটিকে অনেক দ্বীপে ভাগ করে রেখেছে। ওই গাঙ্গের ওপারে দ্বীপেতে আরও অনেক মানুষকে ওরা ওদের ছাউনিতে দড়ি দড়া দিয়ে গরু মোষের মত বেঁধে রেখেছে। তাদের মধ্যে অনেক মেইয়া লোকরাও রয়েছে। আমাগো কয়দিন ওখানে রাইখ্যা আজ মোদের এইখানে আনলো'।

অমল ও বিমল এতক্ষণে সত্যি সত্যি নিশ্চিন্ত। বাঁদরের বদলে এবার তারা মানুষেরও সাহায্য পাবে। কারণ মূল ভূখণ্ড হতে সরকারী সাহায্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন ওই জোয়ান গুলোকে অস্ত্র সজ্জিত করে সুশিক্ষিত করতে হবে। এইভাবে আর বাঁদরদের শিক্ষিত করার প্রয়োজন নেই। রাত্রিতে মজুত কলা গুলো ওদেরকে খেতে দিয়ে অমল ও বিমল ওদের সবল করে তুললো।

প্রত্যুষে উঠে সকলে একত্রে দুর্গ হতে নীচে নেমে দেখলো যে দশ জন হার্মাদ দস্যু পাথর ও গুলির ঘায়ে মৃত। কিছু দূরে আর একটি সাহেব চিত হয়ে মরে আছে। উনি কিন্তু গুলি বা পাথরে মরেন নি। অতর্কিতে রাত্রের অন্ধকারে একটি গখুরা সাপের উপর উনি পা রেখেছিলেন। তারই দংশনের বিষে ওঁর প্রাণটা গিয়েছে। কিন্তু ওই সাহেব দস্যুরা এবার আরও অধিক সংখ্যাতে নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নিতে এখানে ফিরে আসবে। সেজন্য এবার তাদের প্রস্তুত হতে হবে। নিকটেই ওদের শূন্য ক্যাম্পটা তখনও অক্ষত। সকলে ওই ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে উঠলো। সেখানে প্রায় এক ডজন রাইফেল ও দুইটা স্টেন-গান ও দুইটা ব্রেনগান এবং দুই বাক্সো গুলি ও হ্যাণ্ড গ্রেনেড। ওর মধ্যে দুটো সিলিণ্ডার ফিট করা অটো রাইফেল ছিল। এই গুলো হতে গুলি ছুঁড়লে কোনও শব্দ হবে না। এইসঙ্গে কয়েক বাক্স বিস্কুট ও ফুড সেখানে পাওয়া গেল। বুঝা গেল যে ওই হার্মাদদের অগ্রগামী দলটি কিছু দিন এখানে থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসে ছিল। মেটেল ডিটেকটারের সাহায্যে মাটির নীচে পোতা গুপ্ত ধনের হদিসও ওরা সেখানে পেয়ে থাকবে। নইলে ওরা মজদুরদের দিয়ে কয়েকটা স্থানের মাটি খোড়া খুঁড়িই করেছে কেন ?

অমল ও বিমল জানতো যে কোনও মুহূর্তে ওরা দল ভারী করে ভিতরে আসতে পারে। ওদের দস্যুভর্তি গুপ্ত জাহাজগুলো

বঙ্গোপসাগরে ঘোরাঘুরি করছে। সকলে একত্রে পরিশ্রম করে ওই ক্যাম্প উপড়ে নিয়ে তারা দুর্গের ভিতর তুললো। দ্রুত গতিতে অমল বিমল ওই সাহসী বাঙালী চাষী মজুরকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে লড়াকু তৈরী করতে শুরু করলো। এই বুদ্ধিমান বাঙালা যুবকদের তারা কয় দিনেই প্যারেডে ও অস্ত্র চালনাতে দক্ষ করে তুলেছে। অন্যদিকে—ওই নিহত শ্বেতকায় হার্মাদদের মজবুত পোষাক ও টুপি ওরা ওদের মৃত দেহ হতে খুলে উপরে নিয়ে এসেছে। অমল ও বিমলের গাত্রবর্ণও ধপ ধপে সাদা। ওই পোষাক পরে ছদ্মবেশে পর্তুগীজ হার্মাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে সুবিধা হবে।

'ভাই অমল। পূর্ব পুরুষদের ভুলের আমরা পুনারাবৃত্তি করবো না', বিমল একটু ভেবে অমলকে বললো, 'আমরা ওই শত্রুদের পশ্চাদ-ধাবণ করে ওদের মূল ঘাঁটি আক্রমণ করবো। নইলে ওরা শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় আমাদের উপর হামলা করবে। এই সুযোগ ওদের আমরা কিছুতেই দেবো না'।

এইদিন অমল ও বিমলের এই নূতন বাহিনী কোথাও সারি বন্দী হয়ে কোথাও বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চললো। হাতেতে তাদের আধুনিক মারণ অস্ত্র। এদের সঙ্গে একদল শিক্ষিত বানর চমূও চলেছে। বানররা অবশ্য গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে এগুচ্ছিল। কয়েক মাইল যাবার পর একস্থানে তারা একটা ভাঙা ভারতীয় হেলিকপ্টারের লোহস্তূপ দেখতে পেলো। ভারতীয় পাইলটের অর্দ্ধদগ্ধ পচ্যমান দেহ দুটোও সেখানে শায়িত রয়েছে। এই হেলিকপ্টারটিকেই হার্মাদরা অমল ও বিমলের চোখের সামনে সেইদিন গুলি করে নামিয়েছিল। এখানেও দুইটা মেটেল ডিটেক্টার যন্ত্র পড়ে রয়েছে। এখানে ওখানে কিছু খোঁড়াখুড়ির চিহ্নও দেখা যায়। আরও একটু এগিয়ে তারা একটা অদ্ভুত প্রকাণ্ড গোলাকার জল কুণ্ড দেখে অবাক। ওই কুণ্ডটি প্রায় বিশফুট গভীর। এর একদিকে একটা সোপান এককালে ছিল। এখন সেটি ধ্বসে ভেঙে

পড়েছে। একটা মানুষের মাথাভর উঁচু সুড়ঙ্গের অর্দ্ধেকটা ডুবিয়ে কুল কুল করে ওর ভিতর জল ঢুকছে। ওই সুড়ঙ্গের মুখেতে পূর্বে জলজন্তুদের আগমন নিবারণার্থে কয়েকটি লৌহদণ্ড পোঁতা ছিল। কিন্তু এখন ওগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই কুণ্ডর পাড়ের পাথরেতে খোদা সংস্কৃত শ্লোক হতে বুঝা গেল যে, এখানে একটি রাজোদ্যান ছিল। মহারাজের অন্তঃপুরচারিনীরা এখানে থাকাকালে সিঁড়ি বয়ে নেমে স্নান করতো। পূর্বকালে রাজারা তাদের রাণীদের সঙ্গে জলকেলি করার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রায়ই করেছে। বুঝা যায় যে, এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে দূরবর্তী গঙ্গা বা নদীর জোয়ারের জল ওই কুণ্ডতে ঢুকছে। ওই কুণ্ডর জলে জমা মৎস্যের লোভে প্রায় দশটা কুম্ভীর এসে ওই জল তোলপাড় করছিল।

অমল ও বিমল তাদের পূর্বপুরুষ স্বাধীন নৃপতি পরিবারের এই সৌখীনিতা সম্বন্ধে বুঝে ও তার বর্তমান ভগ্নাবস্থা ও দুর্দশা দেখে কৌতুহলী হয়ে উঠলো। কিন্তু তাদের দাঁড়ানোর স্থানের পিছনেতে একটা বড় গাছের ডালেতে বসে থাকা হার্মাদ স্নাইপারটি তাদের কারোরই দৃষ্টিতে পড়েনি। এমনকি তাদের সঙ্গে আসা বানর চমুও তাকে গাছের আড়ালে দেখতে পেলো না। অমল ওই জল কুণ্ডের পাড়ে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ভিতরটা দেখছিল। ভাই বিমল তার কোমরটা হাত দিয়ে টেনে রেখেছে। পাছে সে ওর মধ্যে পড়ে যায়, গিয়ে প্রাণ হারায়। ওই সুযোগে ওই গোপনচারী হার্মাদ গাছের উপর হতে লাফিয়ে ওই দুই ভাই-এর কাঁধেতে বসে পড়লো। এই অতর্কিত ধাক্কা সামলাতে না পেরে উভয় ভ্রাতা একত্রে ওই কুণ্ডর ঘুর্নিয়মান গভীর জলেতে উল্টে পড়লো।

অন্য একটা গাছের ডালেতে অন্য একজন হার্মাদ গ্রেনেড হাতে বসেছিল। সে ওইখান হতেই তার ঝোলাব্যাগ হতে ওই কুণ্ডর মধ্যে হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করেছে। তার ধাক্কাতে ওই কুণ্ডর জল ফোয়ারার মত বেগে উপরে উপচে পড়ছিল। সেই সঙ্গে ওখানকার

রক্তলোলুপ ছোট বড় কুমীরগুলোও তাদেরকে হাঁ করে তেড়ে এসেছে। কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড সেখানে ঘটলো। হঠাৎ পিঠেতে পট্টি বাঁধা একটা বিরাট কুমীর ওই সুড়ঙ্গ হতে বেরিয়ে উভয় ভ্রাতাকে তার পিঠে তুলে ওই অন্যান্য কুম্ভীর গুলোকে তার লেজের ঝাপটাতে ও মাথার ধাক্কাতে সরিয়ে দিয়ে জলের তোড় ভেদ করে ওই সুড়ঙ্গের মধ্যেতে ঢুকে গেল।

এদিকে তখনও অপর হার্মাদ দস্যুটা ওই কুণ্ডতে শক্তিশালী গ্রেনেড ছুঁড়ে চলেছে। উপচে পড়া জলের ফোয়ারা ও বারুদের ধোঁয়াতে ভিতরের কোনও কিছুই আর দেখা যায় না। এই সব দেখে ও বুঝে নতুন তৈরী বাঙালী পল্টনের লোকরা হায় হায় করে বুক চাপড়াতে থাকে। অমল ও বিমলের জীবন রক্ষার আর কোনও উপাই তারা দেখতে পায় না। এরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ততক্ষণে ওই হার্মাদ দস্যুদের থেঁতলে মেরেছে। বানর চমূরা ব্যাপার বুঝে গাছে উঠে অন্য সাহেবকে জাপ্টে ধরে নীচে ফেলে দিয়েছে। এই জন্য উনি আর এখানে উপস্থিত বাঙালী জোয়ানদের উপর গ্রেনেড ছোড়ার সুযোগ পেলেন না। ঠিক সময় গাছে উঠে একটা বাঁদর তার ওই হাতের গ্রেনেড কেড়ে নিতে পেরেছিল। তারও তখন এ'দেশীয় পল্টনীদের কবলে পড়ে তার দুই বন্ধুর মত দুর্দশা হতে দেরী হয় নি। বাঁদররা কিন্তু পশু হলেও মানুষের চাইতে বুদ্ধিমান। উপরন্তু নেতা-বিহীন হয়ে থাকা তাদের পক্ষে এতটুকুও পছন্দ নয়। এই অঞ্চলের টপোগ্রাফি তথা ভৌগলিক অবস্থান তাদের নখদর্পনে। তাদের জানা ছিল যে ওই সুড়ঙ্গের অন্য মুখ কোন স্থানে কোন্ নদীতে পড়েছে। তারা দ্রুত গতিতে গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে কিচির মিচির করে সুড়ঙ্গের সেই মুখে এসে উপস্থিত হলো। জলের মধ্যে ডুবে দম বন্ধ করে দুই ভাই ওদের ওই বন্ধু কুমীরের পিঠ আঁকড়ে বসে ছিল। হঠাৎ নদীতে এসে একস্থানে কুমীর সমেত তারা জলের উপরে উঠলো। এতক্ষণে অমল ও বিমল দুই ভাই প্রাণ ভরে বায়ুতে নিশ্বাস নিতে থাকে। কুমীরটা

এতো দ্রুত ওই সুড়ঙ্গ পার হয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। তবু সে অমল ও বিমলকে আরও একটু কষ্ট করে তীরেতে পৌঁছিয়ে দিলে। ওদের জীবিত দেখে বাঁদর গুলো গাছ হতে নেমে আনন্দে কিচির মিচির করে উঠলো।

কুমীরের পিঠ হতে নিশ্চিন্ত মনে ডাঙ্গাতে উঠে অমল ও বিমল এক প্রকার অদ্ভুত জলজ মৎস্য জীবকে স্থলজ জীবদের মত খাদ্য অন্বেষণে ডাঙ্গাতে উঠে ঘুরা ফিরা করতে দেখে অবাক হলো। কিন্তু —হঠাৎ জীবদের বিবর্তনের এক বিষয় মনে পড়তে অমল বিষয়টা বুঝতে পারলো। কিন্তু বিমল অবাক হয়ে ওই মৎস্য জীবদের ব্যবহার লক্ষ্য করছিলো। ওই মৎস্যরা তাদের ডানা গুলোর দ্বারা পায়ের মত ভূমির উপর চলেছে।

'ওহে অমল! এই শ্রেণীর মৎস্য জীব-বিবর্তনের অন্যতম প্রমাণ। বিমল তার ভাই অমলকে ওই বিষয়ে বুঝিয়ে বললো, 'মৎস্য জীব হতে পুরা কালে সরীসৃপ জীবদের উৎপত্তির এটি একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সরীসৃপ ও মৎস্যদের মধ্যবর্তী ভেকাদি জীব ইহার অন্য এক প্রমাণ। শৈশবে ভেক শিশু মাছের মত জলে সন্তরণ করে। তখন তারা কানকোর সাহায্যে শ্বাশ গ্রহণ করে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাদের ওই লেজ খসে পড়ে ও বায়ু হতে শ্বাস নিতে ফুসফুস তৈরী হয়। অন্য দেশে এক প্রকার ফুসফুস মাছ [Lung Fish]-এরও অস্তিত্ব আছে। এদেশে সিঙ্গি, কই ও মাগুর মাছেও এর আভাষ পাওয়া যায়। এই কই মাছ ডাঙ্গাতে উঠে এক পুকুর হতে অন্য পুকুরে যেতে পারে। তবে—কই মাছের বৃক্ষারোহণ সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীর কোনও ভিত্তি নেই। এতে বুঝা যায় যে মৎস্য জীব জল শুকিয়ে যাওয়াতে ডাঙাতে এসে ডানার সাহায্যে চলা ফেরা করেছে। এর ফলে তাদের ওই ডানা গুলি কয়েক পুরুষ পরে শক্ত হয়ে পদ চতুষ্টয় হয়। কিন্তু তখনও ওদের পা গুলো হুকের মত লেপ্টে থাকাতে ওরা সরীসৃপ জীব হয়েছে।

এর পরে হঠাৎ তাদের বাসভূমি শীতল হয়ে উঠলো। তারা দেহ গরম রাখবার জন্য ছুটতে চাইলো। এর জন্য তারা আর বুকে না হেঁটে তাদের দেহটা পায়ের সাহায্যে কিছুটা উপরে উঠালো। এর এলে ধীরে ধীরে পুরুষানুক্রমে ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে তাদেরী এক দল স্তন্যপায়ী জীবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ওদের অন্য একটি দল অবশ্য পক্ষীজীবের সৃষ্টি করে। ঠিক এইভাবে এই স্তন্যপায়ী জীবদের একটি দল আরও উন্নত হয়ে প্রথমে বাঁদর ও পরে নর তথা মানুষের সৃষ্টি করে। তবে—এই গুলিকে বলা হয় অগ্রগামী বিবর্তন তথা প্রোগ্রেসিভ ইভলিউশন। কিন্তু—এই রূপে পশ্চাদ্‌গামী বিবর্তন তথা রেটেগেটিভ ইভলিউশনও সম্ভব। এই পশ্চাদ্‌গামী বিবর্তনের প্রমাণ রূপে সর্প ও হোয়েল জীবের বিষয় বলা যেতে পারে। এই সর্পরা পরবর্তী কালে গর্তে বাস করাতে তাদের পদ-চতুষ্টয় হারিয়ে ফেলেছে। ওদের দেহ বিশ্লেষণ করলে ওদের ওই হারানো পায়ের চিহ্ন আজও দেখা যাবে। অন্যদিকে—একদল স্তন্যপায়ী জীব ভূ-স্থল ত্যাগ করে সমুদ্রের গভীর জলে পুরুষাণুক্রমে বসবাস করাতে ওদের পা গুলো চর্মক ডানাতে পরিণত হয়। তবে ওদের ফুসফুস আছে ও ওরা বাচ্চা পাড়ে'। ওদেরকে আমরা ইংরেজীতে হোয়েল ও বাংলাতে তিমি বলে থাকি।

এত তত্ত্ব বিষয় আলোচনা করার মত এই দিন তাদের সময় যথেষ্ট ছিল না। এবার তারা ওইখানে তাদের নিতে আসা বাঁদরদের সাহায্যে তাদের পূর্বস্থানে ফিরতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

এই বাঁদরদের সাহায্য ব্যতিরেকে ওই জঙ্গল ভেদ করে অমল ও বিমলের পক্ষে পথ চিনে পূর্বস্থানে ফেরা সম্ভব ছিল না। ওই বাঁদররা তাদেরকে পথ দেখিয়ে ওই জলের কুণ্ডর কাছেতে আনলে তাদের নব শিক্ষিত বাঙ্গালী পল্টনের ওই লোকজন উল্লাসে ফেটে পড়ে চীৎকার করে উঠলো—'আব্বা আব্বা আব্বা!' আবার তাদের জয়যাত্রা শুরু

হলো। এবার তাদের কিন্তু গাছের শাখাগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে এগুতে হচ্ছিল।

এবার এই বাঙালী জোয়ানরা পথ চিনে চিনে অমল বিমলকে একটা চওড়া গাঙ্গের পাড়েতে নিয়ে এলো। এখান হতেই ওপারেতে হার্মাদ দস্যুদের ছাউনী স্পষ্ট দেখা যায়। বুঝা গেল যে ওদের মূল ঘাঁটিতে ওদের অগ্রগামী দলের বিপর্য্যয়ের সম্বন্ধে তখনও কোনও সংবাদ পৌঁছয় নি। সকলে ঠিক করলো যে তারা রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে ওদের ওই মূল ঘাঁটি আক্রমণ করবে। বাঙ্গালী জোয়ানরা হাতে রাইফেল এবং স্টেনগান ও কোমরে রাম-দা ঝুলিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। এই পুরানো যুগের রাম-দাগুলি দুর্গের মধ্য থেকে সংগ্রহ করে ওগুলো পুনরায় সান দিয়ে ওরা ধারালো করেছে।

রাত্রির মধ্যে তাদের অস্ত্র-শস্ত্রসহ ওপারে পৌঁছুতে হবে। কিন্তু তাদের হেপাজতে কোনও মোটর বোট তো নেইই। এমনকি এক-খানি কাঠের তৈরী দেশীয় নৌকাও এখানে দুস্প্রাপ্য। রাত্রের মধ্যে ওপারে পৌঁছিয়ে ওদের আক্রমণ করতে না পারলে ওরাই তাহলে এপারে এসে ওদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। নিকটেই আপনা হতে জন্মানো বিস্তর কলা বাগান ও বাঁশ বাগান ছিল। সকলে মিলে কলা-গাছ উপড়ে ওগুলোকে বাঁশ দিয়ে গেঁথে বড় বড় কয়টা ফেরী নৌকা তৈরী করলো।

এই সুযোগে একটা কম্বল মাটিতে পেতে অমল ও বিমল মাটিতে বসে পড়েছে। ওদিকে বাইশ জনকে পার করার জন্য কলা গাছের ভেলা তৈরী করার কাজ পুরাদমে চলেছে। হঠাৎ—কম্বলের তলাতে একটা তোলপাড় শুরু হলো। ওই কম্বলের কয়েকটি স্থান পর পর নীচের দিক হতে ফুলে ফুলে উঠেছে। অমল বিমল তাড়াতাড়ি লাফিয়ে বাইরে এসে রাইফেলের নল দিয়ে কম্বলটা সরাতেই একটা বিরাট জাত কেউটে ফনা তুলে দাঁড়িয়েছে। নীমেষে টর্চ ফিট্ করা

রাইফেলের গুলিতে ওই সাপটাকে তারা মেরে নিশ্চিন্ত হলো। সব জন্তুদের সঙ্গে ভাব করা সম্ভব হলেও সাপকে বাগেতে আনা শক্ত।

এইবার সকলে অস্ত্র-শস্ত্রসহ চওড়া ভেলা গুলিতে উঠে নদীর ওপারে পাড়ি দিল। রাতের অন্ধকারে তাদের ওপারে পৌঁছুতে দেরী হয় নি। গুঁড়ি মেরে মেরে সামরিক কায়দাতে তারা হার্মাদদের ছাউনীর পিছনে এসে পৌঁছুলো। ক্যাম্পের ভিতরে চল্লিশজন হার্মাদ দস্যু মদ্য পানের পর ঘুমেতে অচেতন। তাদের বাহিনীর বেশীর ভাগ লোক তখন তাদের স্পিড্-বোট্ গুলিতে চড়ে বঙ্গপোসাগরের অন্যত্র লুট-পাট করতে ও মানুষ ধরতে বেরিয়েছে। অমল ও বিমলের নূতন তৈরী বাঙালী সৈন্যরা এইখানে কিছুকাল বন্দী হয়ে ছিল। তারা জানতো যে কয়জন হার্মাদ একই স্থানের একই ক্যাম্পেতে ঘুমায়। তাই তারা অমল ও বিমলকে ঠিক স্থানেতেই পথ দেখিয়ে এনেছিল।

ওদের মূল বাহিনী ক্যাম্পের ভিতরে ঘুমালেও ওদের দুইজন সৈনিক ওর বাইরে পাহারাতে রয়েছে। এরূপ যে একটা ব্যবস্থা এখানে থাকবে তা অমল বিমলের জানা ছিল। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য তারা প্রস্তুত হয়েই এসেছে। তারা এখানে আসবার পূর্বেই নিহত হার্মাদদের সবুজ খাঁকী পোষাক ও টুপি পরে নিয়েছিল। তাদের হাতে ছিল ওদেরই সাইলেন্সার ফিট্ করা অটো রাইফেল।

হার্মাদদের পাহারাদার সেন্ট্রিদ্বয় একবার মাত্র চেঁচিয়ে উঠলো। হু কামস্ দেয়ার ? অমল ও বিমল আরও এগিয়ে এসে বললো, 'নো ফিয়ার। ফ্রেণ্ড!' ওদের ওই সতর্ক সেন্ট্রি দ্বয় অমল ও বিমলের গায়ের রঙ দেখে তাদেরকে ওদেরই লোক বুঝেছিল। সেই সুযোগে অমল ও বিমল তাদের সাইলেন্সার ফিট করা রাইফেল তুলে তাদেরকে গুলি করে শেষ করলো। এরপর মুহূর্তে অমল ও বিমলের ইঙ্গিতে সকলে একত্রে হার্মাদদের ছাউনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এইরূপ

অতর্কিত আক্রমণের জন্য শত্রুপক্ষের কেউই প্রস্তুত ছিল না। হ্যাণ্ড গ্রেনেড ও অটো রাইফেলের গুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ওদের ক্যাম্পে পড়ে তাদেরকে চির নিদ্রায় নিদ্রিত করে দিল।

ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তারা ওই ছাউনি থেকে পাল্টা গুলির আওয়াজ না পেয়ে সকলে বুঝলো যে ওখানে উপস্থিত হার্মাদরা সকলেই এতক্ষণে ক্ষতম। ভোরের আলোতে তারা ওই ক্যাম্পের ভিতর ঢুকে দেখলো যে চল্লিশ জন হার্মাদ দস্যু শায়িত অবস্থাতেই শক্তিশালী গ্রেনেডের ঘায়েতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। ওই পূর্বতন বন্দী জোয়ানদের ওদের বন্দীদের রাখার ঘরগুলির অবস্থানও জানা ছিল। তারা এবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে প্রায় দুশো বাঙালী ছেলে-মেয়েকে মুক্ত করে দিল। এরপর তারা ওদের অস্ত্রাগারে হানা দিয়ে দুই শত রাইফেল ও বহু হ্যাণ্ড গ্রেনেড দখল করে নিল।

ওই দিন হতেই প্রত্যেক বন্দীদের হাতে রাইফেল ও গুলি তুলে দিয়ে তাদের ওইগুলি চালাতে শেখানো শুরু হয়ে গেল। কারণ হার্মাদ দস্যুদের বহু সশস্ত্র দস্যু বোঝাই স্পিড্ বোট নিকটে ঘুরে বেড়ানোর খবর তাদের জানা ছিল। যে কোনও মুহূর্তে ওরা নিশ্চয়ই ফিরে এসে লড়াই শুরু করে দেবে।

অমল ও বিমল খুঁজে ওদের ক্যাম্প হতে একটি মূল্যবান রেডিও ট্রান্সমিটার যন্ত্রও পেয়েছে। এটির অভাবে তারা তাদের মিলেটারী'কে একটি সংবাদও এতো দিন পাঠাতে পারে নি। কিন্তু—ওখানে কোনও বার্তা পাঠাবার আগেই বারোখানি স্পিড্ বোটে প্রায় চল্লিশ জন সশস্ত্র হার্মাদ দস্যু কুলের নিকট পৌঁছিয়েছে। অমল ও বিমলের বাহিনী ততক্ষণে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে রাইফেলের গুলি ও হ্যাণ্ড গ্রেনেডগুলি ওদের স্পিড্ বোট লক্ষ্য করে বর্ষিত হতে থাকে। মাটি কেটে ঢিবি তৈরী করে সেগুলোর আড়ালে থেকে ওরা লড়ছিল। এক ঘণ্টা লড়াইয়ের পর দেখা গেল শত্রুপক্ষ প্রায়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে পলায়নপর। এপক্ষতেও বেশ কয়জন

আহত হয়েছে। এবারে সকলে মিলে তাদের শুশ্রুষা করতে শুরু করলো। এরা একটু সুস্থ হলে তাদেরকে ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে। ওদিকে কিছু লোকজন রসদ ও অস্ত্রগুলি ভাসমান ভেলাগুলিতে তুলতে আরম্ভ করলো। সৌভাগ্যক্রমে একটি মাত্র স্পিড্ বোট ওরা ফেলে রেখে গিয়েছে। ওই স্পিড্ বোট দিয়ে ওই ভাসমান ভেলা গুলোকে কয়েক ক্ষেপে টেনে তারা ওপারে নিতে পারবে।

'ভাই অমল! এবার একটু চার দিকে চেয়ে দেখ', পরিশ্রান্ত বিমল চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার ভাই অমলকে বললো, ওপারের ভূমিতে আমরা শুধু দেশীয় চাল-কুমড়া, দেখেছি। ওদিকে একটাও বিদেশী লতা ফুল বা গাছ আমরা দেখিনি। কিন্তু—এদিকে দেখ কতো বিদেশী পুরানো কামরাঙা গাছ ও আপনি হতে জমানো বিলাতি কুমড়ো। ওই বিলাতি কুমড়ো 'ও গোল আলু আদি বিদেশী হওয়াতে আজও আমাদের পূজার ভোগেতে ওগুলো ব্যবহৃত হয় না। ওই একই কারণে বিদেশী গোলাপ ফুলেতে এদেশে বিগ্রহ পূজার রীতি নেই।

এ হতে বুঝা যায় যে রাজা প্রদীপ রায়ের অনুমতি নিয়ে এইদিকে প্রাচীন পর্তুগীজরা বেশ কিছু কাল বাস করেছে। ওই সব পুরানো বিদেশী গাছগুলো ওরাই এনেছিল এই সব দেখে বুঝা যায় যে এই স্থানটিতে ঘাঁটি করে ওই বিদেশী বিশ্বাসঘাতকরা প্রদীপ রায়ের ওদিককার রাজপ্রাসাদ ও তুর্গটি আক্রমণ করেছিল।

'এই সুন্দরবনেতে বাংলার প্রাচীন ঐশ্বর্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে বহু কিছু বুঝবার ও জানবার মত বস্তু রয়েছে'। প্রত্যুত্তরে বিমল তার ভাই অমলকে বললো, 'ওপারেতে আমরা কয়েকটা অভগ্ন মন্দিরও দেখলাম। উড়িষ্যার মন্দিরগুলো রথের আকারে তৈরী। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মন্দির গুলো পিরামিডের কিংবা তু'চালার মত। পশ্চিমাঞ্চলের মন্দির গুলো রাজ প্রসাদের মত তৈরী। কিন্তু বাংলার শিব মন্দির বা কালী মন্দির গুলো আটচালার মত করে তৈরী হতো। পশ্চিমাঞ্চলে ও

দক্ষিণাঞ্চলের সৌধাদিতে পাথরের উপর খোদাই নক্সা থাকে। কিন্তু বাংলা দেশেতে ওই স্থলে পোড়ামাটীর তালিতে ওই একই কারুকার্য দেখা যায়। কিন্তু—এতো তত্ব ও তথ্য আলোচনা করার মত অমল ও বিমলের পর্য্যাপ্ত সময় ছিল না। তারা শুনেছিল এই যে, ওখানে আরও বহু বাঙালী বন্দী নর-নারী রয়েছে। ওই বন্দীদশাতে তারা নিশ্চয় নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে। তাদের নবগঠিত বাঙালী সৈন্যদের সাহায্যে ওখানকার ওই বন্দী নিবাস খুঁজে বার করতে তাদের দেরী হয়নি। ওখানে বাঙালী বন্দী ও বন্দিনীদের সহিত কয়েকজন যুরোপীয় মহিলাকে বন্দিনী অবস্থাতে দেখে তারা অবাক। ওই য়ুরোপীয় মহিলাদের ওই দস্যুরা দূর প্রাচ্যের ও মধ্য প্রাচ্যের দেশ গুলিতে গোপনে বেচবার জন্য নিয়ে এসেছে।

গরু ভেড়ার মত ওই সকল হতভাগা হতভাগীনীদের সেখানে গুদামজাত করা হয়েছে। তাদের কোমরে ও হাতে পায়েতে লৌহ শিকল ও মোটা দড়ির বন্ধন। ওদের পূর্বপুরুষরা ওই ক্ষেত্রে বন্দীদের হাতের চেটো গুলো লৌহ শলা দিয়ে ফুটো করে পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে রাখতো। তাদের উত্তর পুরুষ বর্তমান হার্মাদ দস্যুরাও নিষ্ঠুরতাতে কম নয়। বন্দী ও বন্দিনীদের বেঁচে থাকার মত খাওয়ার জন্য পচা ভাতের কণা মাটিতে ছড়ানো রয়েছে। অবশ্য মাটির খুরিতে কিছু জলও সেখানে রাখা ছিল।

এদের উদ্ধার করে বাইরে এনে অমল ও বিমল দেখলো যে ওখানে হার্মাদরা পাকাপোক্ত শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরী করেছে। বহু শক্ত ইটের পিলবক্সের মধ্যে মেসিন গান ফিট করা রয়েছে। এগুলির আড়ালে আক্রমণকারিদের বহু কাল রুখে রাখা যায়। ওরা ওই দুই ভাই এবার ঠিক করলো ওদের এই সুরক্ষিত ঘাঁটি বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। সৌভাগ্য ক্রমে ওদেরই অরক্ষিত অস্ত্রাগারে বহু শক্তিশালী টাইম বোম্ব ছিল। ওগুলি সকলে এবার বয়ে এনে ওই পিল-বক্স গুলির মধ্যে সাজিয়ে রাখলো।

এরপর আর বেশীক্ষণ এপারে অপেক্ষা করা উচিত মনে হলো না। কারণ—ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে ওই টাইম বোম্ব ও গ্রেনেডগুলি এখানে দারুণ বিস্ফোরণ ঘটাবে। অতো গুলো বন্দীদের ওপারে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। তারা এবার তাড়াতাড়ি ওই নদীর ওপারে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হলো। তাড়াতাড়ি সকলে ওই ভাসমান ভেলাতে করে কয়েক ক্ষেপে অস্ত্র শস্ত্র ও যথেষ্ট রসদসহ প্রত্যেককে নিয়ে ওপারে পৌছুলে সেখানে অপেক্ষামান বাঁদরগুলো আহ্লাদে চীৎকার শুরু করে দিলে। এর একটু পরেই ভীষণ কর্ণবিদরী শব্দে ওপারের হার্মাদদের মূল ঘাঁটিটি বারুদের বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এপার হতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে তারা বুঝলো যে তাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। এবার তাদের ওই গহন জঙ্গল ভেদ করে ফিরবার প্রয়োজন। ওই বাঁদর গুলো এবার তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিরাপদ স্থানেতে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু ওই সকল রুগ্ন ও আহতদের সঙ্গে করে বেশী দূর যাওয়া কষ্টকর।

অমল ও বিমল ওদের নিয়ে একটা নিরাপদ স্থানেতে এসে রেডিও ট্রান্সমিটারে তাদের ফৌজী কেন্দ্রে খবর পাঠাতে শুরু করলো। এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল যে দুই-খানা হেলিকপ্টার তাদের মাথার উপর এসে উড়ছে। কিন্তু—তাদের ওরা দেখলেও উন্মুক্ত স্থানের অভাবে নামতে পারছে না। তবু উপর হতে প্যারাসুট সহযোগে কয়েকজন সৈন্য নীচে নেমে এলো। এরপর সকলে মিলে জঙ্গল পরিস্কার করতে দেরী হয় নি। ঘণ্টা চার পর কিছুটা স্থান পরিস্কার হলে সেখানে একখানা হেলিকপ্টার মাটিতে নামলো। স্বয়ং জনৈক মেজর জেনারেল ভি. ডি. গাউডে তার ভিতর হতে বেরিয়ে এসে অমল ও বিমলের সঙ্গে হ্যাণ্ড-সেক করলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এবার সকলের ফিরবার ব্যবস্থা হলো। ওদিকে সংবাদ পেয়ে আরও বহু ভারতীয় প্যারাসুট সৈন্যে ওই স্থান ভরে গেলো।

অমল ও বিমল ভেবেছিল যে তাদের যা কিছু করণীয় কার্য তা

শেষ হলো। কিন্তু—আর্মি চিফ্ কর্ণেল তাদের তখনও রেহাই দিতে রাজী নন। যে স্থানটি হার্মাদরা গুপ্তধনের সন্ধানে খোঁড়া-খুঁড়ি করছিল সেই স্থানটিতে এসে তিনি গুপ্তধন উদ্ধার করবেন। অগত্যা অমল ও বিমলকে তাঁকে পথ দেখিয়ে ওই স্থানটিতে নিয়ে যেতে হলো। এই কর্মটি একটি টপ্ সিক্রেট তথা একান্ত গোপনীয় বিষয়। তাই অমল ও বিমল ছাড়া উনি আর কাউকে সঙ্গে নিলেন না। অত্যুগ্র আগ্রহেতে মানুষের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। সেই জন্য কোনও অস্ত্র নেবার কেউ প্রয়োজন মনে করে নি। ইংরাজীতে একে ওভার কনফিডেন্স বলা হয়। কিছুটা দূরে এসে হার্মাদদের পরিষ্কার করা ভূখণ্ডটিতে তারা তিনজনে এসে দাঁড়ালেন। অদূরে সেই প্রাচীন ভগ্ন দুর্গটির সমুখে ওদের সেই খুঁড়ে রাখা গহ্বর।

হঠাৎ তারা একটা আঁক আঁক আওয়াজ শুনে চমকে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হতভম্ব। একটা টিপির উপর একটা বিরাট আজগর একটা গুল বাঘের সারা দেহটা তার লেজ দিয়ে আষ্টে-পিষ্ঠে বেঁধেছে। সমুখে তার ভক্ষ্য মানুষ দেখেও ওই হিংস্র বাঘের সেই স্বভাব-সিদ্ধ দম্ভ নেই। ওই বাঘটা কাতর ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের দিকে চেয়ে যেন এই বিপদে তাদের সাহায্য ভিক্ষা করছে।

'ওঃ মাই গড! হোয়াট এ হরিবল সিন? ইয়্যা! কর্ণেল সিংজী একটু দয়া পরবশ হয়ে বললেন, ওই বাঘটাকে কোন রকমে উদ্ধার করা কি যায় না। চলুন তাড়াতাড়ি ক্যাম্প হতে রাইফেলটা নিয়ে আসি। দুটোকে এক সঙ্গে মারলে মূল্যবান সাপের ও বাঘের চামড়া এক সঙ্গে পাওয়া যাবে।

'সাহেব! অমন কাজ করবেন না। রাইফেল আনবার সময় কৈ? অভুক্ত ময়াল ও অভুক্ত বাঘ আমাদের পক্ষে দুই বিপদজনক,' অমল বিমলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি রেখে সাহেবকে বললো, 'ওই গুল বাঘের সম্মুখের থাবা দুটো মুক্ত রয়েছে। ও' তো ইচ্ছা করলে এখুনি প্রচণ্ড শক্তিতে ওই থাবা সাপের মাথাতে বসিয়ে ওটা গুড়ো করে দিতে

পারে। কিন্তু—তা না করে ওই শক্তিমান ব্যাঘ্র স্বেচ্ছাতে মৃত্যু বরণ করছে। তাহলে আমাদের ওদের বিষয়ে মাথা ব্যথার দরকার কি ?

স্যার! আমার ভাই অমল ঠিকই বলেছে,' বিমল তার ভাই অমলকে সমর্থন করে সাহেবকে বললো. প্রকৃতিকে প্রকৃতির কাজ করতে দিন। এই ভাবেই জীব জগতে ভারসাম্য রক্ষা হয়। সাপ বেঙ খায় ও বেজী সাপ মারে। বাঘ হরিণ খেয়ে ওদের সংখ্যা কমায়। এদিকে বাঘকে মারে ওই ময়াল সাপ। কীটভূকরা কীটদের খায়।

এতক্ষণে ওই গুলবাঘের হাড় ওই ময়াল তার বদ্ধ বাঁধুনীর দ্বারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বাঘটা ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে চোখ বুজলো। মন্থর গতি ময়াল সাপটার চাইতে বাঘটাকেই বেশী ভয় ছিল। ময়াল সাপটা এইবার মরা বাঘটাকে গিলতে আরম্ভ করবে। বাঘের চামড়াটার লোভে কর্নেল সিংজী একটা বড়ো পাথর কুড়িয়ে সাপটাকে তাড়াতে তার দেহ লক্ষ্য করে পাথরটা সজোরে ছুঁড়লো। কিন্তু—অভুক্ত ময়াল সাপের স্বভাব ওই ফৌজী সাহেবের জানা ছিল না। সাপটা ওই মরা বাঘটাকে ছেড়ে জ্যান্ত সিংজীকে তাড়া করলো। সিংজী সভয়ে সম্মুখে দৌড়াতে থাকে। তার পিছনে ওই ক্রুদ্ধ নাগিনী দ্রুতবেগে ধাবিত। এইরূপ অবস্থাতে কি করা উচিৎ তা ওই ভ্রাতৃদ্বয় অমল ও বিমলের পূর্ব হতেই ভাবা ছিল। তাই তাদের আশু কর্তব্যকে কার্যকরী করতে দেরী হয় নি। দৌড় বীর অমল ছুটে গিয়ে কর্ণেল সিংজীকে এক ধাক্কাতে দূরে ঠেলে দিয়ে তার স্থানে সে নিজে দৌড়তে থাকলো। কিন্তু সিংজীর মত সোজা না দৌড়িয়ে সে বৃত্তাকারে দৌড়তে থাকলো। ওই সাপটাও তার গতি বদলে চক্রাকারে অমলের পিছু পিছু ঘোরে। অমল এবার তার দৌড়ানোর বৃত্তটি একটু একটু করে কমাতে থাকলো। ওদিকে ততক্ষণে বিমল ছুটে এসে ওই বৃত্তের বাইরে থেকে অমনি ভাবে দৌড়য়। অমলের দৌড়ানো'র

বৃত্তটি কমার সঙ্গে সাপের তাড়া করার বৃত্তটিও ছোট হয়ে এলো। এখন সাপের লেজটা তার মুখের সঙ্গে প্রায় ঠেকে গিয়েছে। এই সুযোগে বিমল সাপের ওই লেজ দুই হাতে তুলে তার মুখের মধ্যে জোর করে পুরে দিল। মহা সর্প ক্রুদ্ধ এবার তার নিজের লেজটিই তার বাঁকা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে। সর্পজীবদের দাঁতের গঠন এমন যে একবার কিছু গিললে তা আর উগরাতে পারে না। তার নিজের লেজটা তার মুখের মধ্যে বেশ কিছুটা ঢুকে গেছে। তা আর তার বার করবার কোনও ক্ষমতাই নেই। কর্ণেল সিংজী এতক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাজ্জব হয়ে ব্যাপার দেখছিলেন। এবার তিনি এগিয়ে এসে অমল ও বিমলকে সাবাস জানালেন।

'সাবাস বেটা! সাবাস! বীরত্বের পদক তোমাদের প্রাপ্য হবে', কর্ণেল সিংজী ওদের দুই ভাইকে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের দুজনের পিঠ দুটো চাপড়িয়ে বললেন, 'ওয়াণ্ডারফুল কসরত হাপনারা দেখালেন। আই এ্যাম গ্রেটফুল। রিয়েলি গ্রেটফুল। হাপনারা না থাকলে ওটা এতক্ষণে হামাকে হজম করিয়ে ফেলতো। এখন এই হরিবেল প্লেসে হামি আর একটুও থাকবে না। হাপনাদের কালীঘাটের মাদার কালী হামাকে বাঁচিয়ে দেলেন।

অমল ও বিমল প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এপারের জঙ্গলে তারা একটি জীবও হত্যা করবে না। সে প্রতিজ্ঞা এতো বিপদেও রাখতে পেরে তারা দু'জনে মহাখুশী। এদিকে বাঘ ও সাপের ড্যামেজ না হওয়া চামড়া দুটো পেয়ে সাহেবও খুশী।

ওই সাপটাকে এখন চক্রাকার বিরাট একটা স্থুল লোহার আংটির মত দেখায়। ওর মধ্যে একটা বাঁশ সেঁদিয়ে ওই বাঁশের দুটোদিক কাঁধে তুলে ওকে এখন জাহাজে তুলা যাবে। ওই বিরাট জন্তু তখন জীবিত থেকেও নড়তে পারছে না। এদিকে মৃত বাঘের চামড়াটাও পূরাপুরি অক্ষত। সাধারণতঃ বন্দুকের গুলিতে মৃত বাঘের

চামড়াতে গুলির ফুটো থাকে। কিন্তু—এই বাঘের চামড়া আগাগোড়া অক্ষত ও মসৃণ। তাই বহু টাকা মূল্যে ওটা শহরেতে বিক্রি হবে। উপরন্তু ওটাকে ট্রফি রূপে বাড়ীর সৌখীন বহিকক্ষও সাজিয়ে রাখা যেতে পারে।

কর্ণেল সিংজীর এবার আতঙ্ক কিছুটা কেটে গেলেও তা পুরোপুরি তার মন হতে বিদায় নেয়নি। তিনি তাড়াতাড়ি অমল ও বিমলকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে মূল ভূখণ্ডের হেড্ কোয়াটারসে জরুরী এস এস মেসেজ পাঠালেন। তার এখুনি এখানে রি-এনফোর্সমেণ্ট স্বরূপ বাড়তি ফৌজ দল চাই। এর ফলে এক ঘণ্টার মধ্যে ওই বনের উপরে দশখানি আর্মি হেলিকপটার উড়ে এলো। আর সেই গুলো হতে নিমিষে সরঞ্জামসহ বহু প্যারাসুট সৈন্য ও তাদের অফিসাররা নীচে নামলো।

কিন্তু—ওই সময় দিল্লী হতে একটা পাল্টা এস এস মেসেজে অমল ও বিমলকে রাজধানীতে ফিরে আসার হুকুম এলো। ওই মেসেজে মিলিটারীকে ওখানকার যা কিছু চার্জ তা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে 'মুক্ত করা বাঙালী বন্দিদের' সাথে করে গঙ্গার এপারে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। ওখানকার গুপ্তধন উদ্ধারের কার্য্য এখন মিলিটারীদের করতে হবে। যদি কোনও হার্মাদ এখনোও কোথাও অবশিষ্ট থাকে তাহলে তাদের সম্পর্কে মপিং অপারেশন এবার ওই মিলিটারীদেরই করতে হবে।

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে অমল ও বিমল মূল ভূখণ্ডে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলো। ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ঘুরে তারা তাদের প্রথম আশ্রয় সেই বাঁধানো বটগাছটির পাদপিঠে উপস্থিত হলো। উদ্দেশ্য—সেইখানে রাখা প্রাচীন শিবলিঙ্গটিকে একবার প্রণাম করা। ঐ স্থানটির বিষয়ে পাদ্রী সাহেবের লেখা ইংরাজী পুস্তকে উল্লেখ আছে। ওই সাহেব প্রথম জীবনে একজন দক্ষ শিকারী ছিলেন। শিকারের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি এপারে আসেন! একটা

বাঘকে তিনি ওই বট বৃক্ষের কিছু দূরে গুলি করে ছিলেন। কিন্তু সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ওই বাঘ ওই সাহেবকে তাড়া করলো। শুধু তাই নয়। মুখ দিয়ে বন্দুকের নলটি কামড়ে সেটা টেনে নিল। সাহেবের পিছু পিছু ওই বাঘ দৌড়য়! সাহেব একটা ঝোপ ভেদ করে এই বট তলাতে এসে দেখলে যে একজন জটাজুটধারী সাধু যোগাসনে বসে আছে। প্রাণ ভয়ে ভীত ওই সাহেব ওই যোগীর পায়েতে আছড়ে পড়লে সাধু বাবা চোখ মেললেন!

'তুমি কি বাঘের মাংস খাও'? সাধু বাবা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন। উত্তরে সাহেব মাথা নেড়ে 'না' বললে সাধু বাবা তাকে বলেছিলেন তবে তুমি ওদের মারতে চাও কেন? এরপর ওই সাধু বাবা ওই বাঘকে বলে ছিলেন—'বেটা' হিয়া বৈঠ্, যাও! সাধুর ওই আদেশে বাঘ বিড়াল শিশুর মত সেখানে বসে রইলো। সাধু বাবা তখন সাহেবকে বলে ছিলেন। শুন বেটা। হিংসাই হিংসা ও ঘৃণায় ঘৃণা আনে।

ওই ঘটনার পর শিকারী সাহেবের চৈতন্য উদয় হয়। তিনি তখন এপারে এসে পাদ্রী জীবন গ্রহণ করে জনসেবাতে জীবন যাপন করলেন। ওই পুস্তকে লেখা কাহিনীর মত তখনই ওই সাধুর বয়স ছিল ১০৮ বৎসর। এখন নিশ্চয়ই তিনি জীবিত নেই। কিন্তু—তার সেই সাধনার স্থানটি এখনও এখানে রয়েছে।

এ ধর্ম সম্পর্কে এইরূপই হয়। প্রাচীন ভারতের ধনবান রাজারা তাদের বউ-রাণীদের জন্য বহু প্রাসাদ তৈরী করে ছিল। কিন্তু ও'গুলোর একটিও আজ নেই। কিন্তু—বিগ্রহ দেবতাদের জন্য তাঁদের তৈরী করা বিরাট মন্দিরগুলি আজও আছে।

এইবার হঠাৎ অমল ও বিমল লক্ষ্য করলো সমুখের জঙ্গলটি মধ্যে মধ্য নড়ে উঠছে ও তার মধ্যে হতে দুটো জ্বল জ্বলে ভাঁটার মত চোখ উঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ তারা দেখলো একটা বাঘ ওই ঝোপ থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে তাগ্ করে মাজা ভাঙছে। এর

অর্থ দুই ভাইয়ের বুঝতে বাকী থাকে নি। হার্মাদ দস্যুরা ওই কয়দিনে তাদের গুলি করে হিংস্র ও মনুষ্য বিরোধী করে তুলেছে। এইরূপ অবস্থাতে কি করা উচিৎ, তা ওই পাদ্রী সাহেবের পুস্তকে লেখা ছিল।

ওই বাঘের লম্ফ দীর্ঘ হয়ে থাকে। তাই ওই বাঘ লম্ফ দেওয়ার সাথে সাথে অমল ও বিমল ওই বাঘের দিকেতেই দৌড় দিল। এর ফলে ওই বাঘ এদের মাথার উপর দিয়ে বহু দূরে পৌছুলো। কিন্তু—ওই চতুর বাঘের নিজের ব্যর্থতার কারণ বুঝতে দেরী হয় নি। সে মাজা ভেঙে আর একটা 'লঙ্ জ্যাম্প মারা মাত্র ওই দুই ভাই পুনরায় ওই বাঘের দিকে দৌড়ালো। কিন্তু—পূর্বের মত এবারও ওই বাঘ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে পৌছুলো। অমল ও বিমল লম্ফরত বাঘের শূন্যে থাকা কালে তড়িৎ গতিতে হঠাৎ বাম দিকে বেঁকে ঝোপ ভেদ করে বাঘের নিশানা এড়িয়ে ততক্ষণে বিপদমুক্ত হতে পেরেছে।

লক্ষ্য ভ্রষ্ট বাঘ মুখ ফিরিয়ে সেখানে তার শিকার না দেখতে পেয়ে হতভম্ব। ক্যাম্পে ফিরে অমল ও বিমল হ্যাণ্ড গ্রেনেড ফাটালো! উদ্দেশ্য—ওই বাঘকে ভীত করে দূরে তাড়িয়ে দেওয়া। অবশ্য ওই মনুষ্য খেকো বাঘটি সম্বন্ধে তারা সৈন্যদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে মানুষরাই ওদের মানুষ খেকো করে দিয়েছে। এখানে থাকা কালে ওই ভুল যেন হার্মাদদের মত তারাও না করে। কিন্তু ওই সব উপদেশ ফৌজী লোকেরা শুনবে না। তা তাদের ভালো করেই জানা ছিল। তাই আজকের সুন্দর বনে এতো মানুষ খেকো বাঘ দেখা যায়।

হার্মাদদের দ্বারা অপহৃত ও বন্দী-বাঙ্গালীদের সাথে করে এপারে তাদের ছেড়ে আসা সেই শেষ গ্রামটিতে এসে অমল ও বিমল দেখলো যে হার্মাদদের পুড়িয়ে দেওয়া কুটির গুলি সরকার বাহাদুর নূতন করে তৈরী করে দিচ্ছেন। মাটির দেওয়াল ও পাতার ছাউনীর বদলে তাদের এখোন ইঁটের দেওয়াল ও টিনের ছাদ। মিষ্টি জলের টিউবওয়েলও বসানো

শেষ। নূতন করে সেখানে পুর্ণর্বসনের ব্যবস্থাতে তাদের এখন অবস্থা ভালো। জেলেদের নাইলোনের জাল ও চাষীদের কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়াও হচ্ছে।

অমল ও বিমল সেখানে এলে স্ত্রী-পুরুষ তাদের ঘিরে ফেললো। তাদের নারীরা শাঁক বাজায় ও উলুধ্বনী দেয়। তাদের কারোর স্বামী, কারোর পিতা, কারোর পুত্র বা ভ্রাতা এতদিন পর তাদের মধ্যে ফিরে এসেছে। তাদের ধারণা ছিল যে হার্মাদরা ওদের ধরে বড় গাঙ্গের ওপারেতে গিয়ে খুন করেছে। তারা হার্মাদ বিজয়ী অমল ও বিমলকে সেদিন আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে পূজা করেছিল। এই অভ্যর্থনার স্মৃতি দুই ভাইয়ের আজীবনের সাথী হয়ে রইলো।

পরিশ্রান্ত অমল ও বিমলের আর কিছু সেখানে করণীয় নেই। পরবর্তী মপিং তথা বাকি হার্মাদদের নিশ্চিহ্ন করণের কার্য্য সেনাবাহিনী এবার স্বহস্তে নিয়েছে। এর কয়দিন পরেই অমল ও বিমলকে সংবর্ধনা জানবার জন্যে দিল্লীতে একটি অতুলনীয় সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মত জনসভার বিষয় এখনও পর্য্যন্ত এই উপমহাদেশে শোনা যায়নি।

কিন্তু—ওরই মধ্যে অমল ও বিমলের পিছনে ফেলে আসা সেই কুমীর ও দুইটি বেজী, উপকারী দুটি বাঘ ও সেই বন্ধু বাঁদরদের বারে বারে মনে পড়ে। এ জীবনে আর কখনও ওদের সঙ্গে তাদের দেখা হবে না। তবে বহুকাল পরেও ওখানে ফিরে এলে তারা যে তাদের চিনবে সেই সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত ছিল।

ওই সভাতে সেই দিন বহু প্রত্নতাত্বিক, ঐতিহাসিক, জীব-বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিল। কয়েকজন য়ুরোপীয় এ্যানিমেল সাইকোলজিষ্ট উৎস্যুক হয়ে ওখানে এসে অমল ও বিমলের ভাষণ শুনে মুগ্ধ। অমল ও বিমল সমাগত গবেষক পণ্ডিতের বুঝাতে পেরেছিলেন যে পশ্চিমাঞ্চলের শক্ত ভূমিতে ধুলিকণা উড়ে পুরানো সৌধগুলিকে ঢিবিতে পরিণত করে। কিন্তু—সেই স্থলে ওই সব পুরা-বস্তু সুন্দরবনের নরম

মাটিতে ভূমির তলাতে নেমে গিয়েছে। ওদের নিজ নিজ বিষয়ে গবেষণার জন্য ওই সুন্দরবনে যাবার জন্য অনেকে এবার প্রস্তুত হলেন।

এদিকে সরকার বাহাদুরও মরুভূমির উষ্ট্র বাহিনীর মত ওই রূপ জলা ভূমিতে লড়ার উপযোগী দ্বিখুরো বলদ তথা ষণ্ড বাহিনী তৈরী করতে মনোযোগী হয়েছেন। কারণ জল কাদাতে লড়াই করতে এরাই একমাত্র সক্ষম জন্তু। তাঁরা এতো দিনে বুঝেছেন যে জল-জঙ্গলে লড়তে উভচর প্রায় বাঙ্গালী সৈন্যের প্রয়োজন কতো বেশী। তারাই মাত্র গ্রেনেড্ পিঠে ডুব সাঁতারে জলের নীচে বহু দূর পৌঁছুতে সক্ষম। তারাই মাত্র কাদা ভেঙ্গে ওরই মধ্যে স্থির থেকে পজিসেন নিতে সক্ষম। এজন্য—অমল ও বিমলের তৈরী সেই বাঙ্গালী বাহিনীকে ভেঙ্গে না দিয়ে ওটাকে তারা মূল ভারতীয় সেনা বাহিনীর অঙ্গীভূত করে নিলেন। তবে রাইফেলের সহিত গুর্খাদের বাড়তি অস্ত্র খুরকীর মত প্রয়োজনে হাতাহাতি যুদ্ধের জন্য তাদেরকে কোমরে ঝুলাবার জন্য একটা করে রাম'দা দিতে হয়েছিল।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য। দুই দিকে নদী ও এক দিকে সমুদ্র-বেষ্টিত রাজা প্রদীপ রায়ের রাজধানী সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু তিনি য়ুরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য হার্মাদ বণিকদের নদীর ওপারে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর ওই ভুলের জন্য ওদের আক্রমণে পর্য্যদুস্ত হয়ে ওখানের স্থানগুলি আজ জনশূন্য। তাই বঙ্গোপোসাগরের সমগ্র উপকূলে আজ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অরণ্য সুন্দরবন। এমনি ভুল ভারতবাসীরা যেন আর কখনও না করে।

———